www.BANGLAKITAB.com

চিকিৎসা বিদ্যমান আছে। খোদা চাহেন তো আমি ইহা প্রমাণসহ বর্ণনা করিব। শরীয়ত কঠিন হইতে কঠিনতর রোগেও অত্যন্ত সহজ ব্যবস্থাপত্র দান করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে খোদা তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহের নিদর্শন।

॥ ধর্ম সহজ ॥

ইহা দ্বারা নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহের সঠিক অর্থও ফুটিয়া উঠিবে। يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে সহজ কাজ দিতে চান এবং কঠিন কাজ দিতে চান না।' এবং مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ, 'খোদা তা'আলা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন জটিলতা চাপাইয়া দেন নাই।'

এখানে প্রসঙ্গক্রমে অপর একটি আলোচনার অবতারণা করিতেছি। কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, ধর্মে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই; অথচ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ, অধিকাংশ দ্বীনদার ব্যক্তি শরীয়তের উপর আমল করার ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়। পক্ষান্তরে যাহারা শরীয়তের গণ্ডী হইতে মুক্ত তাহারা যথেষ্ট সুবিধাদি ভোগ করে। তাহারা যাহা মনে চায়, তাহাই করিয়া ফেলে। কোন কার্যক্রমের বেলায় তাহারা জটিলতার সম্মুখীন হয় না। অতএব, বুঝা গেল যে, ধর্মের নির্দেশ পালন করিলেই অসুবিধা দেখা দেয় এবং স্বাধীন থাকিলে সুবিধা ভোগ করা যায়। কেননা, দ্বীনদারগণ পদে পদে হারামের চিন্তায় মশগুল থাকে এবং যখনই তাহাদিগকে কোন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহারা উত্তরে শুধু হারামই বলে। ফলে তাহাদের পেরেশানী ও অসুবিধার অন্ত থাকে না।

উদাহরণস্বরূপ এখন আমের মওসুম আসিতেছে। যাহারা স্বাধীন তাহারা যথেষ্ট লাভবান হইবে। মওসুমের শুরুতেই তাহারা আম গাছ বিক্রয় করিয়া দিবে—যদিও গাছে তখন কেবলমাত্র মুকুলই থাকে। তাহারা এই ধরণের গাছের দামও ভাল পাইবে। পক্ষান্তরে যাহারা দ্বীনদার তাহাদের চিন্তা থাকিবে যে, মুকুল বিক্রয় করা হারাম। কাজেই ফল আসিলে এবং উহা বড় হইলেই বিক্রয় করা উচিত। ইহার ফলস্বরূপ আম গাছের দেখাশুনার জন্য কম পক্ষে ৫ পাঁচ টাকা মাসিক বেতনের চাকর রাখিতে হইবে। নতুবা নিজেই দেখাশুনা করিতে হইবে। এরপর তুফানে যে সকল আম পড়িয়া যাইবে তাহাতে মালিকেরই ক্ষতি হইবে এবং শেষ পর্যন্ত আমের দাম কম উঠিবে। এইভাবে অন্যান্য ব্যবসা ক্ষেত্রেও শরীয়তের উপর আমল করিলে কোন কোন ব্যবসা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত হওয়ার কারণে হারাম হইয়া

www.BANGLAKITAB.com

যায়। আবার কোন কোন লেনদেন সুদের কারণে হারাম হয়। মোটকথা, শরীয়তের উপর আমল করিলে সকল দিক দিয়াই অসুবিধা ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। কোনটিই যখন অসুবিধামুক্ত নহে, তখন স্বয়ং কোরআনের প্রতিই সন্দেহ জন্মে। نعوذ بالله من ذالك অর্থাৎ 'আল্লাহ্ আমাদিগকে এহেন ধারণা হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।' অবশ্য কিছু সংখ্যক লোকের মনে এই সন্দেহ জাগিতে পারে। আমি বিভিন্ন জায়গায় ইহার উত্তর দিয়াছি। এখনও ঐ একই উত্তর দিতে চাই। তবে বক্তব্য ভালরূপে ফুটাইয়া তোলার জন্য প্রথমে একটি উদাহরণ বর্ণনা করিতেছি।

মনে করুন, এক ব্যক্তি পীড়িত হইয়া ব্যবস্থাপত্রের জন্য জনৈক চিকিৎসকের নিকট গমন করিল। চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে রোগী এমন স্থানে বসবাস করে যে, সেখানে কোন ঔষধ পাওয়া যায় না। চিকিৎসক রোগীকে পথ্যও বলিয়া দিলেন, কিন্তু হায়, রোগীর গ্রামে শুধু নিষিদ্ধ জিনিসগুলিই পাওয়া যায়। রোগীকে যে সব জিনিস খাইতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে—উহাদের একটিও সেখানে পাওয়া যায় না। অতএব, রোগী চিকিৎসকের ব্যবস্থা ও পথ্যতালিকা দেখিয়া বলিতে লাগিল যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রই অসুবিধায় পূর্ণ। ইহাতে এমন এমন ঔষধ বলা হয়, যাহা পাওয়া যায় না এবং এমন এমন পথ্য দেওয়া হয়, যাহা সারা গ্রামে কখনও বিক্রয়ার্থে আসে না। খাওয়ার জিনিস যেমন বেগুন, আলু, মহিষের গোশ্‌ত ইত্যাদি সমস্তই এই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এতদ সঙ্গে রোগী মূর্খতাবশতঃ চিকিৎসককেও মন্দ বলিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করি, এমতাবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই রোগীকে কি উত্তর দিবে? দোষারোপের উত্তরে তাহারা সকলে এই কথাই বলিবে যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা নাই। তবে এই ব্যক্তির গ্রামেই যত অসুবিধা রহিয়াছে। চিকিৎসা-শাস্ত্র যদি মাত্র দুই-চারিটি জিনিসের অনুমতি দিয়া অবশিষ্ট সকল জিনিসই নিষিদ্ধ করিয়া দিত, তবে চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসুবিধা ও সঙ্কীর্ণতা আছে বলিয়া বুঝা যাইত। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, চিকিৎসা-শাস্ত্র বিশটি জিনিসের অনুমতি দেয় এবং মাত্র চারিটি জিনিস নিষিদ্ধ করে। এমতাবস্থায় চিকিৎসা-শাস্ত্রে মোটেই সঙ্কীর্ণতা নাই; বরং ঐ ব্যক্তির গ্রামেই সঙ্কীর্ণতা রহিয়াছে। কেননা, উহাতে বাছিয়া বাছিয়া কেবল ক্ষতিকর জিনিসই বিক্রয়ার্থে আমদানী হয়। এরূপাবস্থায় চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র বাজে বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া এবং তদনুযায়ী আমল না করা রোগীর চিকিৎসা হইতে পারে না; বরং এক্ষেত্রে চিকিৎসার খাতিরে গ্রামের অবস্থার সংশোধন করা, ব্যবসাক্ষেত্রকে সম্প্রসারণ করা এবং ব্যবসায়ীদিগকে উপাদেয় জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে বাধ্য করাই কর্তব্য।

এই উদাহরণটি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার পর এখন চিন্তা ও ইনছাফের দৃষ্টিতে দেখুন, অসুবিধা ও সঙ্কীর্ণতা শরীয়তে রহিয়াছে, না আপনাদের কাজ-কারবারে?

www.BANGLAKITAB.com

শরীয়ত যদি মাত্র দুই-চারিটি ব্যবসা ও আদান-প্রদানকে জায়েয বলিয়া অবশিষ্ট সবগুলিকে হারাম বলিত, তবে শরীয়ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া দোষারোপ করা যাইত। অথচ শরীয়ত মাত্র দুই চারিটি ব্যবসা ও লেনদেনকে হারাম বলিয়া অবশিষ্ট সবগুলিকে জায়েয বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এমতাবস্থায় শরীয়তকে কিছুতেই সঙ্কীর্ণ বলা যায় না। কিন্তু আপনাদের কারবারী লোকগণ দুর্ভাগ্য বশতঃ শুধু হারাম ব্যবসাগুলিকেই অবলম্বন করিয়াছে। ইহাতে শরীয়তের দোষ কি? এই অবস্থার প্রতিকার এই যে, আপনারা সকলেই একমত হইয়া সংশোধনের পথে পা বাড়ান এবং শরীয়তের নির্দেশমত ব্যবসা শুদ্ধপথে পরিচালিত করুন। এক্ষেত্রে শরীয়তকে সঙ্কীর্ণ বলিয়া উহার উপর আমল ত্যাগ করতঃ লাগামহীনরূপে স্বাধীন হইয়া যাওয়া কিছুতেই অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে না। অতএব বুঝা গেল যে, শরীয়তের বিরুদ্ধে আপনাদের আপত্তি প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অবস্থার বিরুদ্ধেই আপত্তি। মাওলানা রূমী বলেন:

حملہ بر خود می کنی اے سادہ مرد + ہمچو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

(হাম্‌লা বর খোদ মীকুনী আয় সাদা মর্‌দ
হমচু আঁ শেরে কেহ্ বর খোদ হামলা কর্‌দ)

"অর্থাৎ, এক সিংহ নিজের উপরই আক্রমণ করিয়া বসিয়াছিল। হে সরল প্রাণ ব্যক্তি, তুমিও তাহার ন্যায় নিজের উপর হামলা করিতেছ।'

কথিত আছে, জনৈক নিগ্রো পথ চলার সময় পথিমধ্যে একটি আয়না পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া উহা হাতে লইল। "পূর্বে কখনও সে আয়না দেখে নাই।" সে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই আপন কুৎসিত ও কদাকার চেহারা উহাতে প্রতিফলিত হইতে দেখিল। কিন্তু সে আয়নার প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, এমন কুৎসিত ছিলে বলিয়াই তো তোকে কেহ এখানে ফেলিয়া দিয়াছে। আমাদের অবস্থাও হুবহু এইরূপ। আমরা নিজ ত্রুটি শরীয়তের গায়ে লেপিয়া দেই।

বন্ধুগণ, কোন কারবারের দশটি উপায়ের মধ্য হইতে যদি নয়টিকে হারাম এবং মাত্র একটিকে হালাল বলা হইত, তবে নিঃসন্দেহে আপনারা শরীয়তকে সঙ্কীর্ণ বলিতে পারিতেন। কিন্তু শরীয়ত এমন বলে না; বরং সে দশটির মধ্য হইতে আটটিকে হালাল এবং মাত্র দুইটিকে হারাম বলে। এমতাবস্থায় শরীয়তকে সঙ্কীর্ণ কিরূপে বলা যায়? এক্ষেত্রে আমরাই অপরাধী। কেননা, আমরা হালাল উপায়গুলি ত্যাগ করিয়া কেবল দুইটি হারাম উপায়কেই গ্রহণ করিয়া লইয়াছি। যদি আপনি শরীয়তের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত কাজকারবার করিতেন এবং এরপরও কোন জায়েয উপায় খুঁজিয়া না পাইতেন, তবে অবশ্যই শরীয়তকে দোষ দিতে পারিতেন। কিন্তু সর্বনাশের ব্যাপার এই যে, আমরা আপন প্রবৃত্তি ও লালসার অধীন হইয়া কাজকারবার নির্ধারিত করি, এরপর এগুলিকে জায়েয বলার জন্য শরীয়তকে চাপ দেই। শরীয়ত

www.BANGLAKITAB.com

যেন আমাদের মুখাপেক্ষী ও চাকর আর কি। আমরা যাহাই করিব, সে উহাকে জায়েয করিয়া দিবে।

ইহা হুবহু এই গল্পের ন্যায় হইবে। কথিত আছে, জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাজে ও আবলতাবল কথা বলার অভ্যাস ছিল। সে অধিকাংশ সময় এমন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলিত, যাহা শুনিয়া শ্রোতাগণ হাসি সংবরণ করিতে পারিত না। অবশেষে সে একজন কর্মচারী নিয়োগ করিয়া তাহাকে বলিল, আমি যখনই কোন কথা বলিব, তুমি শ্রোতাদের সম্মুখে উহার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পেশ করিয়া দিবে। সেমতে একবার এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোন একটি মজলিসে বসিয়া বলিতে লাগিল, "আমি একবার শিকারে গিয়াছিলাম। সেখানে একটি হরিণ দেখিয়া গুলী ছোড়ায় গুলীটি হরিণের ক্ষুর ভাঙ্গিয়া মস্তকভেদ করিয়া চলিয়া গেল।" কোথায় ক্ষুর আর কোথায় মস্তক? এই অসংলগ্ন উক্তি শুনিয়া শ্রোতাদের মধ্যে হাসির রোল পড়িয়া গেল। কিন্তু কর্মচারীটি তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া বলিয়া দিল, "হুযুর যথার্থই এরশাদ ফরমাইয়াছেন। আসলে হরিণটি তখন ক্ষুর দ্বারা মস্তক চুলকাইতেছিল।"

আমাদের প্রবৃত্তিপূজারী ও দুনিয়াপ্রেমিক ভাইগণও চান যে, তাহাদের মুখ হইতে যে কোন কথাই বাহির হউক না কেন, উক্ত কর্মচারীর ন্যায় শরীয়ত উহাকে জায়েযই করিয়া দেউক। শরীয়ত যেন আপনার বাঁদী। বন্ধুগণ, আপনারা স্বয়ং শরীয়তের দাস হইয়া যান। এরপর দেখুন, শরীয়তে কত সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। বর্তমানকালে দ্বীনদার লোকগণ যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হন, উহার বড় কারণ হইল বদদ্বীন লোকগণ। কেননা, দ্বীনদার ব্যক্তিদের অন্যের সহিতই কাজকারবার করিতে হয়। আর এই অন্য লোকগণ একেবারেই স্বাধীন। তাহারা আপন কাজ-কারবার বিগড়াইয়া রাখিয়াছে। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি পরহেযগারী অবলম্বন করিলে তাহাকে অবশ্যই অসুবিধায় পড়িতে হইবে। কিন্তু এই অসুবিধাটি অন্যান্যদের কাজ-কারবারের সঙ্কীর্ণতার কারণে দেখা দিবে। শরীয়তের সঙ্কীর্ণতার কারণে নহে।

॥ সংশোধনের উপায় ॥

অতএব, আপনারা দুই উপায়ে নিজ অবস্থার সংশোধনে যত্নবান হউন। প্রথমতঃ, পাক শরীয়তের প্রতি দোষারোপ ত্যাগ করুন। দ্বিতীয়তঃ, না-জায়েযকে জায়েয বলিয়া বা করিয়া দিবে—এরূপ অন্যায় আশা আলেমদের প্রতি পোষণ করা হইতে বিরত হউন। বন্ধুগণ, শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল কানূন বৈ কিছুই নহে। কাহারও খেয়ালখুশী মত কানূন কখনও পরিবর্তিত হইতে পারে না। হাঁ, কানূন রচয়িতা স্বয়ং পরিবর্তন করিয়া দিলে তাহা ভিন্ন কথা। জনগণের মধ্য হইতে যদি কেহই কানূনের উপর আমল না করে, তাহাতেও কানূন পরিবর্তিত হইতে পারে না। খোদার

www.BANGLAKITAB.com

কানূনের বেলায় এই কথা আরও বেশী জোর দিয়া বলা যায়। কেননা, বান্দার আনুগত্যের উপর খোদার শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে।

কেহ বলিতে পারে যে, ওহী নাযিল হওয়ার সময়ই আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্যতম কানুন নির্ধারিত করিলেই হইত। কেননা শরীয়তে সকল যমানার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। ইহার উত্তর এই যে, কানুন রচনা করার সময় জনগণের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়—ব্যক্তিগত উপকারের প্রতি খেয়াল রাখা যায় না।

উদাহরণতঃ সরকারের কানুন এই যে, কেহ লাইসেন্স ব্যতীত গুলি অথবা আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না। ইহা শুনিয়া কোন বোকা ব্যক্তি বলিতে লাগিল, সরকারের আইন বড় সঙ্কীর্ণ। আমার ইচ্ছা হয় অবাধে গুলি ও আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রয় করিব। কিন্তু কানুন লাইসেন্সের শর্ত আরোপ করে। এই বোকা ব্যক্তির উত্তরে জ্ঞানিগণ ইহাই বলিবেন যে, জনগণের ব্যাপক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সরকারী আইন রচিত হয়—ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে। কেননা, ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে কোন ব্যক্তিকে বন্দুক ও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি দিলে জননিরাপত্তা ব্যাহত হইবে, যাহার মনে যাহা চাহিবে, তাহাই করিবে এবং রোজই দেশে বিপুল পরিমাণে খুন খারাবী হইবে। অতএব, জননিরাপত্তার খাতিরে ব্যাপক অনুমতির ধারা বন্ধ করিয়া দেওয়াই সমীচীন, যদিও ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তবে যদি কাহারও চালচলন সন্তোষজনক হয় অপব্যবহারে আশঙ্কা না থাকে এবং সে লাইসেন্সও লইয়া লয়, তবে তাহাকে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি দেওয়া হইবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, জনগণের ব্যাপক মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কানুন নির্ধারিত করা হয়।

এখন শরীয়তের বিরুদ্ধে যাহারা আপত্তি উত্থাপন করে, তাহারা চিন্তা করিয়া দেখুক, শরীয়তের কোন কানুনে জনগণের ব্যাপক মঙ্গল পরিত্যক্ত হইয়াছে কি না। হাঁ, যে যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ দেখিলে জনগণের স্বার্থ ব্যাহত হয়, সেখানে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইগুলি দেখিয়াই তাহারা শরীয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার প্রয়াস পায়। দৃষ্টান্ততঃ আমের মওসুম আগত প্রায় দেখিয়া এখন বাগানের মালিকদের মনে ইসলামের প্রতি কু-ধারণা জন্মিয়াছে। তাহারা ভাবে যে, শরীয়ত যথেষ্ট সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছে। এই কু-ধারণার কারণ এই যে, শরীয়তের কানুন পালন করিলে তাহাদের ব্যক্তিগত মুনাফা অনেকাংশে হ্রাস পায়। অথচ শরীয়ত জনগণের ব্যাপক মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কানুন রচনা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে জনগণের মঙ্গল এই যে, যে জিনিসের অস্তিত্ব নাই তাহা বিক্রয় করিলে ভবিষ্যতে ক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গাছে ফল না

www.BANGLAKITAB.com

আসিলে তাহার টাকা অনর্থক নষ্ট হইবে। পক্ষান্তরে গাছে ফল আসার পর বিক্রয় করিলে সাধারণ লোক এই ক্ষতির হাত হইতে বাঁচিয়া যায়—যদিও এক পক্ষ ফলের মূল্য সামান্য কম পায়।

এরপর সর্বনাশের কথা এই যে, সঙ্কীর্ণতার ধারণা করিয়া কেহ কেহ এই আইনকে শরীয়তের আইন বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা বলে, এগুলি মৌলবীদের মনগড়া মাসআলা। অথচ ইহা সর্বৈব মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছুই নহে। জ্ঞানের স্বল্পতা ও মূর্খতার প্রতুলতাই এইরূপ অপবাদের কারণ। যে ব্যক্তি হুযূর (দঃ)-এর হাদীস কিংবা হাদীসের অনুবাদ পাঠ করিয়াছে, সে জানে যে, এগুলি হুযূর (দঃ)-এরই বর্ণিত আহ্‌কাম। কিছু সংখ্যক লোক এগুলি শরীয়তের আইন বলিয়া স্বীকার করে; কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও বলে যে, আমরা দুনিয়াদার লোক। শরীয়তের নির্দেশ পালন করা আমাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আমি তাহাদিগকে বলিতেছি যে, খোদা তা'আলার নির্দেশ যদি পালন করিতে না পার, তবে খোদার দেওয়া রিযিকও পরিত্যাগ কর। শরীয়ত পালন করিবে শুধু মৌলবীরা অথচ খোদার দেওয়া রিযিক তোমরাও পানাহার করিবে—এ কেমন কথা?

মোটকথা, শরীয়তের সঙ্কীর্ণতা অনুভব করার কারণ এই যে, মানুষ আপন ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি লক্ষ করিয়া যখন উহাকে পরিত্যক্ত দেখিতে পায়, তখনই শরীয়তকে সঙ্কীর্ণ মনে করিয়া বসে। অথচ শরীয়ত অথবা অন্য যে কোন কানূন কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে না এবং করিতে পারে না। কেননা, ব্যক্তিগত স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে। ইহাদিগকে এক সূতায় গ্রথিত করা সম্ভবপর নহে; বরং প্রত্যেক কানূন জনগণের ব্যাপক স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া থাকে। এদিক দিয়া খোদার ফযলে শরীয়তের কানূন জনগণের ব্যাপক স্বার্থের বিরোধী নহে।

উদাহরণতঃ এই আমের ব্যাপারেই আপনি বলেন যে, ফল আসার পূর্বেই গাছ বিক্রয়ের অনুমতি না দেওয়া স্বার্থের পরিপন্থী। কেননা, প্রায়ই ঝড়-তুফানের কারণে সমস্ত মুকুল কিংবা ছোট ছোট আম ঝরিয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে মালিকের ক্ষতি হয়। জিজ্ঞাসা করি, এই ক্ষতিটি ব্যাপক, না ব্যক্তিবিশেষের? সকলেই জানে যে, ইহা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি। কেননা, কোন স্থানের লোকসংখ্যা দশ হাজার হইলে তাহাদের মধ্যে বড় জোর এক শতজন বাগানের মালিক হইবে। অবশিষ্ট নয় হাজার নয় শত জনের আমের বাগান থাকিবে না। সুতরাং এই আইন রচনা করিয়া শরীয়ত একশত জনের বিশেষ স্বার্থের মোকাবিলায় নয় হাজার নয়শত জনের স্বার্থকে অধিকার দিয়াছে এবং উহা সংরক্ষণের দায়িত্ব লইয়াছে। কেননা, অস্তিত্বহীন আম বিক্রয়ের ফলে এই ওবশিষ্ট লোকদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

www.BANGLAKITAB.com

কেহ বলিতে পারে যে, সংখ্যায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও এই অবশিষ্ট লোকদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরূরী ছিল না। কেননা, তাহারা স্বেচ্ছায় ফলহীন গাছ ক্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা স্বয়ং ক্ষতি স্বীকার করে। এমতাবস্থায় তাহাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ কথা ঐ ব্যক্তিই বলিতে পারে—আপন পেট ও লালসার জাহান্নাম ভর্তি করাই যাহার একমাত্র কাম্য এবং দুনিয়ার কাহারও প্রতি যাহার বিন্দুমাত্রও মহব্বত নাই।

মনে করুন, কোন অবুঝ শিশুকে আগুনে পড়িতে দেখিয়া তাহার পিতা দৌড়িয়া আসিল এবং তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পিতার এই কাজ দেখিয়া অপর একজন বলিতে লাগিল, আপনি অনর্থক কষ্ট করিয়াছেন। এভাবে দৌড়িয়া আসার কি প্রয়োজন ছিল? সে স্বেচ্ছায় আগুনে পড়িতে ছিল। সুতরাং বাধা দিতে গেলেন কেন? জিজ্ঞাসা করি, জ্ঞানিগণ এই ব্যক্তি সম্বন্ধে কি ফতোয়া দিবেন? তাহাকে চরম নিষ্ঠুর ও নির্দয় বলিবেন না কি? রাসূলে খোদা(দঃ) ও খোদা তা'আ'লা পিতা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী দয়ালু। আমরা ক্ষতি স্বীকার করি—তাঁহারা ইহা কিরূপে সহ্য করিতে পারেন?

মোটকথা, ধর্মে সঙ্কীর্ণতা আছে বলিয়া যে ধারণা ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া গেল। উপরোক্ত বর্ণনায় প্রমাণিত হইল যে, ধর্মের কাজ যারপরনাই সহজ ও সরল। তবে মানব-বুদ্ধির বিচার বিশ্লেষণ মাঝে মাঝে কঠিন হইয়া থাকে। যেমন, পূর্ববর্ণিত বিষয়টিই ধরুন। রোগ যতই কঠিন হয়, মানব-বুদ্ধি উহার জন্য ততই কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলে। কিন্তু শরীয়ত কঠিন রোগের বেলায় সহজ চিকিৎসা প্রদান করে। অতএব, ইসলামের শিক্ষা ও বিবেকের অভিমতের মধ্যে কত তফাৎ।

॥ মুসলমানদের রোগ ॥

এখন দেখা দরকার যে, মুসলমানদের মধ্যে কি রোগ রহিয়াছে—যাহার চিকিৎসা উপরোক্ত আয়াতে বাতলানো হইয়াছে। এপ্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মুসলমানদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহার কারণ এই নয় যে, অন্যান্য জাতির মধ্যে রোগ নাই। আসলে অন্যান্য জাতির মধ্যে এমন এমন রোগ রহিয়াছে, যাহা খোদার ফযলে মুসলমানদের মধ্যে নাই। তবে এক্ষেত্রে শুধু মুসলমানদের কথা বলার কারণ এই যে, আমরা অন্যান্য জাতির অবস্থাদি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। যাক, রোগ আবিষ্কার করার পর উহার কারণও আবিষ্কার করা দরকার। রোগ সম্বন্ধে বলা হয় যে ঃ

تن همه داغ داغ شد پنبه کجا کجا نهم

(তন্ হামা দাগ দাগ শোদ পোম্বা কুজা কুজা নেহাম)

www.BANGLAKITAB.com

'সমস্ত দেহই ক্ষতবিক্ষত ; তুলা কোথায় কোথায় রাখিব ?' আমাদের জাতির কোন অঙ্গই অক্ষত নহে। কেননা, আমাদিগকে দুইটি অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। একটি দুনিয়া ও অপরটি দ্বীন। ইহাদের প্রত্যেকটির বিভিন্ন অঙ্গ আছে। সে মতে দ্বীনের সাথে সাথে দুনিয়ার ক্ষতসমূহেরও একটি দীর্ঘ তালিকা বর্ণনা করা উচিত ছিল। বিশেষ করিয়া এই যুগে ইহার প্রয়োজন ছিল। কেননা, আজকালকার তথাকথিত রিফর্মার বা সংস্কারকদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, দুনিয়ার সংশোধন (অর্থাৎ, আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ) না হইলে দ্বীনের সংশোধন হইতে পারে না। আফসোস, এই সংস্কারগণ রোগ নিরাময়ের যতই চেষ্টা করিয়াছেন, উহা ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, :

هرچه کردند از علاج واز دوا + رنج افزون گشت وحاجت ناروا

(হরচেহ্ করদান্দ আয এলাজ ও আয দাওয়া
রঞ্জ আফযূঁ গাশ্‌ত ও হাজত না রাওয়া)

অর্থাৎ, "তাহারা যতই চিকিৎসা ও ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছে, পীড়া ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রয়োজন অসঙ্গত হইয়াছে।"

জনৈকা বাঁদীর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে মাওলানা রূমী মসনভী শরীফে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ, বাহ্যদর্শী চিকিৎসকগণ যতই চিকিৎসা করিল, রোগ কেবল বাড়িতেই লাগিল। অবশেষে আত্মিক রোগের চিকিৎসক আগমন করিল এবং অবস্থা দেখিয়া বলিল :

گفت هر دارو که ایشاں کرده اند + آں عمارت نیست ویراں کرده اند
بے خبر بودن از حالت دروں + استعیذ الله مما یفترون

(গোফ্‌ত হর দারু কেহ্ ইশাঁ করদাআন্দ + আঁ এমারত নীস্ত ভিরাঁ করদাআন্দ
বে খবর বুদান আয হালত দরুঁ + আস্তায়ীযুল্লাহা মিম্মা ইয়াফ্‌তুরূন)

অর্থাৎ, 'তাহারা যত ঔষধই প্রয়োগ করিয়াছে তাহাতে উপকারের পরিবর্তে কেবল অপকারই হইয়াছে। তাহারা প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মোটেই জ্ঞাত হইতে পারে নাই। আসল অবস্থা এইরূপ :

دید از زاریش کو زار دلست + تن خوش است اما گرفتار دلست
عاشقی پیداست از زاری دل + نیست بیماری چو بیماری دل

(দীদ আয যারীয়াশ কো যারে দিলাস্ত + তন খুশ আস্ত আম্মা গেরেফতারে দিলাস্ত
আশেকী পয়দাস্ত আয যারীয়ে দিল + নীস্ত বিমারী চুঁ বিমারীয়ে দিল)

অর্থাৎ, 'সে অন্তরের বিনয় দ্বারা দেখিল যে, দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু অন্তর রোগাক্রান্ত। অন্তরের বিনয় হইতে আশেকী সৃষ্টি হয় এবং অন্তরের রোগের ন্যায় কঠিন কোন রোগ নাই।'

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ 'রোগ ছিল অন্তরে আর চিকিৎসা হইতেছিল শরীরের। এমতাবস্থায় রোগ বৃদ্ধি পাওয়াই অনিবার্য ছিল। আজকালকার নেতাদের অবস্থাও তথৈবচ। তাহারা টাকা-পয়সার অভাবকেই বড় রোগ মনে করিয়া লইয়াছে। তাহাদের মতে প্রচুর টাকা-পয়সা থাকিলে এটাও হইত ওটাও হইত, দ্বীনেরও যথেষ্ট উন্নতি হইত। বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করি, যেখানে পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা আছে, সেখানে দ্বীনের নূর বর্ষিত হইতেছে কি? টাকা-পয়সার অভাবই যদি ধর্মীয় উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইত, তবে বিত্তশালী লোকদের মধ্যে দ্বীনদারী বেশী থাকা উচিত ছিল; কেননা, তাহাদের কাছে টাকা-পয়সার কোন অভাব নাই। আজকাল চাক্ষুষ দেখারই পূজা করা হয়। সেমতে আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন, দ্বীনদারী ধনীদের মধ্যে বেশী আছে, না গরীবদের মধ্যে? আর ইহার উপায় এই যে, কোনরূপ বাছাই না করিয়া কয়েকজন গরীব ব্যক্তি ও কয়েকজন ধনী ব্যক্তিকে লইয়া তাহাদের অবস্থা যাচাই করিয়া দেখুন, কে বেশী দ্বীনদার? এ সম্বন্ধে স্বয়ং খোদা তা'আলা বলেন ঃ

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۝ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ

"নিশ্চয়ই মানুষ (সীমা) অতিক্রম করে। কারণ, সে নিজেকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে ধনাঢ্য দেখিতে পায়।"

অতএব, আমাদের একথা বলার অধিকার আছে যে, জাগতিক উন্নতি ধর্মের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও আয়াতের বিষয়বস্তু ইহার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাসত্ত্বেও আমরা আপন ভাইদের খাতিরে বলিতেছি যে, টাকা-পয়সা স্বয়ং ক্ষতিকরও নহে এবং উপকারীও নহে। যদি আমাদের ভাইদের কাছে এই প্রকার কোন প্রমাণ থাকিত তাহারা কিছুতেই আমাদের খাতিরে উহা স্বীকার করিত না; কিন্তু আমরা করিতেছি এবং টাকা-পয়সা ধর্মের পথে প্রতিবন্ধক—এই দাবীটি প্রত্যাহার করিয়া লইতেছি। কিন্তু টাকা-পয়সা ধর্মীয় উন্নতির পথে সহায়ক বলিয়া কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না। অতএব, বুঝা গেল যে, ধর্মীয় উন্নতির পথে যে জিনিসটি সহায়ক তাহা প্রকৃত পক্ষে অন্যকিছু।

॥ সুস্থ অন্তরের বৈশিষ্ট্য ॥

উহা হইল সুস্থ অন্তর। অর্থাৎ, অন্তর সুস্থ হইলে টাকা-পয়সা থাকা না থাকা কোনটিই ক্ষতিকর নহে। পক্ষান্তরে অন্তর সুস্থ না হইলে টাকা-পয়সা না থাকা কম ক্ষতিকর এবং থাকা বেশী ক্ষতিকর হইয়া যায়।

টাকা-পয়সা এবং সুস্থ অন্তরকে তলোয়ার ও হাতের সহিত তুলনা করা যায়। তলোয়ার কাটে; কিন্তু যখন শক্তিশালী হাতে থাকে, তখনই কাটিতে পারে।

www.BANGLAKITAB.com

পক্ষান্তরে যদি হাত না থাকে কিংবা হাত থাকিলেও হাতে শক্তি না থাকে, তবে একা তলোয়ার কোন কাজে আসে না। এমতাবস্থায় মাঝে মাঝে নিজের শরীরেই আঘাত লাগিয়া যায়। তেমনি সুস্থ অন্তর না থাকিলে শুধু টাকা-পয়সা কোন উপকার করিতে পারে না। সুস্থ অন্তরই হইল আসল বস্তু। সুস্থ অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে টাকা-পয়সা থাকিলে সে নিঃসন্দেহে প্রশংসার পাত্র। এরূপ ব্যক্তি সম্বন্ধেই হাদীসে বলা হইয়াছে : نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ 'নেক ব্যক্তির হাতে হালাল মাল থাকা যারপরনাই শোভনীয় ব্যাপার।' মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন :

مال اگر بہر دیں باشی حمول + نعم مال صالح گفت آں رسول

(মাল আগর বহ্‌রে দীঁ বাশী হুমুল + নে'মা মালেছালেহ্ গোফ্‌ত আঁ রাসূল)

অর্থাৎ, 'তুমি যদি ধর্মের খাতিরে মালের অধিকারী হও, তবে রাসূল (দঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী তাহা উৎকৃষ্টতর মাল বটে।' তিনি আরও বলেন :

آب در کشتی ہلاک کشتی است + آب اندر زیر کشتی پشتی است

(আব দর কাশ্‌তী হালাকে কাশ্‌তী আস্ত + আবে আন্দর যেরে কাশ্‌তী পস্‌তী আস্ত)

অর্থাৎ, 'নৌকার ভিতরে পানি ঢুকিয়া গেলে তাহাতে নৌকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু নৌকার নীচে পানি থাকা নৌকার সহায়ক। তেমনি ধন-দৌলত অন্তরের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া গেলে তাহাতে অন্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আর অন্তরের বাহিরে থাকিলে তদ্দ্বারা অন্তর উপকৃত হয়। সুস্থ অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে টাকা-পয়সা থাকিলে ইহা হইতে পারে। মোটকথা, টাকা-পয়সা থাকা না থাকা উভয়টিই সমান। সুতরাং ধর্মীয় উন্নতি দুনিয়ার উন্নতির উপর নির্ভরশীল—এই দাবীটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

মাওলানা (রঃ) বলেন :

زر و نقرہ چیست تا مفتوں شوی + چیست صورت تا چنیں مجنوں شوی

(যর ও নোক্‌রা চীস্ত তা মফতূঁ শভী + চীস্ত ছুরত তা চুনীঁ মজনূঁ শভী)

অর্থাৎ, 'স্বর্ণ-রৌপ্য কি বস্তু যে, তুমি উহার জন্য উতালা হইবে। মুখাকৃতিই কি জিনিস যে, তুমি তজ্জন্য এত উন্মাদ হইয়া পড়িবে?'

বন্ধুগণ, আমাদের বুযুর্গদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন। তাঁহাদের কাছে কোথায় এত বেশী টাকা-পয়সা ছিল? কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁহারা কত দ্বীনদার ছিলেন। মোটকথা, দরকারী জিনিসের মধ্যে একটি ছিল দুনিয়া। অনেকেই এ সম্বন্ধে আমার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান রাখে। দ্বিতীয়তঃ, দুনিয়া সম্বন্ধে কিছু বলার অর্থ হইল মানুষের কল্পিত কু-সংস্কারে সাহায্য করা। তৃতীয়তঃ, আমরা তালেবে এলম বৈ কিছুই নহি। ইহা আমাদের কাজও নহে। ইহা আপনি নিজেই করুন। তবে মৌলবী ছাহেবদের কাছে হালাল হারাম জিজ্ঞাসা করিয়া করুন। আজকাল আপনারা এমন

www.BANGLAKITAB.com

বহু পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা সম্পূর্ণ নাজায়েয। উদাহরণতঃ বিবাহ ফণ্ড, মৃত্যু ফণ্ড ইত্যাদি। এগুলি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

॥ শরীয়তের আহ্‌কাম জিজ্ঞাসা করা ॥

আফসোস, মানুষ উন্নতির উপায় চিন্তা করিয়া নিজে নিজেই উহার উপর আমল করিতে থাকে। উহা যে শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয হইতে পারে—এরূপ কল্পনাও তাহাদের মনে জাগে না। বন্ধুগণ, যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন; কিন্তু খোদাকে ভয় করিয়া হালাল-হারাম মৌলবীদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া লউন। ইহা মোটেই লজ্জার বিষয় নহে। আপনারা অনেক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন। উদাহরণতঃ ব্যবসা করিতে চাহিলে আইনজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া উহার অনুমতি লাভের পথ জানিয়া লন। জিজ্ঞাসা করি, শরীয়তের মাসআলা জিজ্ঞাসা করা ঝামেলা ও মাথা ব্যথার কারণ হইলে সরকারী আইন জিজ্ঞাসা করা মাথা ব্যথার কারণ হয় না কেন? শরীয়তের আইন মান্য করিলে যে স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়, তাহা সরকারী আইন মান্য করিলেও বিনষ্ট হয়। স্বাধীনতা লক্ষ্য হইলে কোন আইনই মান্য না করা এবং দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করার মধ্যেই বড় স্বাধীনতা নিহিত আছে। কিন্তু কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে স্বাধীনতা বলিবে কি? মনে করুন কতিপয় বোকা একত্রিত হইয়া দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিল। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাদিগকে বলিল যে, ইহা আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ। জিজ্ঞাসা করি, এই আইনটি তাহাদের স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া ইহা মান্য করা তাহাদের জন্য জরুরী হইবে না কি? নিশ্চয়ই হইবে। ইহাতে বুঝা গেল যে, গভর্ণমেণ্টের দেশে বাস করিতে হইলে তাহার আইন মান্য করাও নেহায়েৎ জরুরী। এই নীতি অনুযায়ী খোদার আদেশ পালন না করিলে খোদার রাজত্ব ত্যাগ করিয়া অন্য কোন রাজত্ব খোঁজ করিয়া লও। আর যদি খোদার রাজত্বেই থাকিতে চাও, তবে সরকারের আইন মান্য করা এবং খোদার আইন মান্য না করা আশ্চর্যের বিষয় বটে।

মোটকথা, দুনিয়ার কাজ-কর্ম আপনারাই করুন, কিন্তু আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লউন। আলেমরা দুনিয়ার কাজে আপনাদের সাহায্য করিবে এবং কলা-কৌশল বলিয়া দিবে—তাহাদের প্রতি এরূপ আশা পোষণ করিবেন না। ইহা আলেমদের কাজ নহে—আপনাদের কাজ। আলেমদের প্রতি এরূপ আশা রাখা জুতা সেলাইয়ের কাজে হাকীম আবদুল মজীদের নিকট মুচির সাহায্য চাওয়ার ন্যায় হইবে।

উদাহরণতঃ জনৈক যক্ষ্মা রোগী হাকীম আবদুল মজীদের নিকট গমন করিল। হাকীম সাহেব ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিলে সে উহা লইয়া দাওয়াখানা হইতে বাহির

www.BANGLAKITAB.com

হইলে জনৈক মুচির সহিত দেখা হইল। মুচি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় গিয়াছিলে? রোগী বলিল, হাকীম সাহেবের নিকট গিয়াছিলাম। ইহাতে মুচি বলিতে লাগিল, হাকীম আবদুল মজীদও বেশ অভিজ্ঞ লোক। সে এই ব্যবস্থাপত্রে জুতা সেলাই করার কথাটিও লিখিয়া দিতে পারিল না। মনে হয়, সে জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। এমতাবস্থায় এই মুচিকে সকলেই বোকা ঠাওরাইবে এবং বলিবে যে, জুতা সেলাই করার কৌশল বর্ণনা করা অথবা ইহা চালু করার কাজে সাহায্য করা হাকীম আবদুল মজিদের কাজ নহে। হাকীম আবদুল মজীদের কাজ হইল রোগের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করা।

আলেমদিগকেও হাকীম আবদুল মজীদ মনে করা উচিত। তাহাদের কাজ হইল আত্মার রোগসমূহের জন্য ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা—দুনিয়ার কাজে প্রস্তাব পেশ করা নহে। জুতা সেলাই করাইতে না বলার অপরাধ হাকীম সাহেবের বিরুদ্ধে শুদ্ধ হইলে আলেমদের বিরুদ্ধেও শুদ্ধ হইবে। তবে জুতা সেলাই করায় পরিধানকারীর পায়ে যদি যখম না হয় এবং পা পচিয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা না দেয়, তবে জুতা সেলাই করিতে নিষেধ না করা হাকীম সাহেবের কর্তব্য। অন্যথায় জুতা সেলাই করিতে অবশ্যই নিষেধ করিতে হইবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি পরিহিত অবস্থায়ই জুতা সেলাই করাইল। ফলে মুচির সুই তাহার পায়ের চামড়া ভেদ করিয়া বাহির হইল। এমতাবস্থায় হাকীম সাহেব জানিতে পারিলে তাঁহাকে অবশ্যই নিষেধ করিতে হইবে। তদ্রূপ দুনিয়ার যেসব কাজে মানুষের অন্তরে কু-ধর্মের ক্ষত দেখা না দেয়, তাহা করিতে নিষেধ না করা এবং অন্তরে ক্ষত দেখা দিলে তাহা হইতে মানুষকে বিরত রাখা আলেমদের অবশ্য কর্তব্য। যখমের ভয়ে হাকীম সাহেব যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিবেন উহাকে দয়া মনে করা হইলে অন্তরের ক্ষতের ভয়ে আলেমগণ কর্তৃক দুনিয়ার কাজ হইতে বিরত রাখাও দয়া বলিয়া গণ্য হইবে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ পার্থক্য প্রমাণ করিতে চাহিলে আমি তাহাকে দশ বৎসর সময় দিতে রাযী আছি।

সারকথা এই যে, জুতা সেলাই করার কৌশল বর্ণনা করা অথবা এই কাজে সাহায্য করা যখন হাকীম সাহেবের জন্য জরূরী নহে, তখন আত্মিক রোগের চিকিৎসক আলেমদেরও এ সম্পর্কে এইরূপ বলার পূর্ণ অধিকার আছে যে :

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گوئیم
چو غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گوئیم

(না শবাম না শব পরস্তাম কেহ হাদীসে খাব গোইয়ীম
চু গোলামে আফ্‌তা বাম হামা যে আফ্‌তাব গোইয়ীম

অর্থাৎ, 'রাত্রিও নহি এবং রাত্রি-পূজারীও নহি যে, স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিব। আমি সূর্যের গোলাম, কাজেই সূর্যের আলোতে দেখিয়া সবকিছু বলিব।'

www.BANGLAKITAB.com

দুনিয়া স্বপ্নের ন্যায়। যাহারা রাত্রি পূজারী, তাহারাই এ সম্বন্ধে বর্ণনা করিবে। আমরা ধর্মীয় সূর্যের গোলামী করি। আমাদের কাছে ঐ সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করুন। আমরা এছাড়া অন্যকিছু বর্ণনা করিব না এবং অত্যন্ত গর্বের সহিত বলিব যে ঃ

ما هرچه خوانده ایم فراموش کرده ایم
الا حدیث یار که تکرار می کنیم

(মা হরচেহ্ খান্দায়ীম ফরামুশ করদায়েম + ইল্লা হাদীছে ইয়ার কেহ্ তকরার মীকুনীম)

অর্থাৎ, 'আমরা যাহাকিছু পড়িয়াছিলাম, সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। তবে প্রেমাস্পদের কথা বারবার আবৃত্তি করার কারণে ভুলি নাই।'

হাঁ, আলেমগণ যদি নিষেধ না করেন, তবে উহা তাহাদের অনুগ্রহ হইবে। আপনাদের সন্দেহ ও আপত্তির জওয়াব প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইল। এখন আমি এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আলেমগণ দুনিয়াও শিক্ষা দেন।

॥ দ্বীন ও দুনিয়ার সম্পর্ক ॥

ইহার কারণ এই যে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—মুসলমানদের দুনিয়া দ্বীনের সহিত এক সঙ্গে সংশোধিত হয়। অর্থাৎ, তাহাদের দ্বীনে উন্নতি হইলে দুনিয়াতেও উন্নতি হয়। পক্ষান্তরে দ্বীনে ত্রুটি দেখা দিলে দুনিয়াও বিগড়াইয়া যায়। আমরা যখন দ্বীন শিখাইতে যাইয়া লেন-দেন, সামাজিকতা, চরিত্র ইত্যাদি সংশোধিত করি, তখন যেন আমরা দুনিয়ার উন্নতির উপায়ও বলিয়া দেই। হাঁ, আমাদের বর্ণিত উপায় ও অন্যান্যদের বর্ণিত উপায়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। তাহা এই যে, অন্যান্যদের বর্ণিত উপায়ের মধ্যে পেরেশানী ও হতবুদ্ধিতা বেশী থাকে। উহাদের অবস্থা এই যে, چو مرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد 'মৃত্যুর সময়ও পেরেশানীতে জড়িত এবং জীবন ধারণের সময়ও হতবুদ্ধিতায় সমাবৃত থাকে।'

খোদার কসম, কিছু সংখ্যক লোককে বাহ্যতঃ দেখিয়া মনে হয় যে, তাহারা খুবই সুখে-স্বাচ্ছন্দে আছে, কিন্তু তাহাদের ভিতরের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে জানা যাইবে যে, তাহারাই সবচাইতে বেশী অসুখী। সকল প্রকার পেরেশানী ও দুশ্চিন্তার লক্ষ্য তাহারাই।

এ প্রসঙ্গে একটি রসাত্মক গল্প মনে পড়িল। আমার উস্তাদ (রঃ) বলিতেন, জনৈক ব্যক্তি খাজা খিযিরের সাক্ষাৎ লাভের দোআ করায় এক দিন খাজা খিযিরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লোকটি বলিল, হুযূর আমার জন্য দোআ করুন, যেন আমি বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারি এবং আমার যেন কোনরূপ চিন্তা না থাকে। খাজা খিযির বলিলেন, তুমি দুনিয়াদারী তথা বিপুল ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত

www.BANGLAKITAB.com

হইতে পারিবে না। কিন্তু লোকটি তবুও পীড়াপীড়ি করিল। তিনি বলিলেন, তবে তুমি এমন কোন লোক তালাশ কর, যে তোমার মতে একেবারে নিশ্চিন্ত এবং পরম সুখী। আমি দোআ করিব—যাতে তুমিও তাহার ন্যায় হইয়া যাও। খাজা খিযির এজন্য লোকটিকে তিন দিনের সময় দিলেন। সে ঐ প্রকার লোক খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু হায়, যাহাকেই দেখিল, সেই কোন না কোন পেরেশানীতে জড়িত আছে। অনেক খোঁজাখুজির পর জনৈক জওহারীর উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল জওহারী অনেক চাকর-নওকরের মালিক ছিল। তাহার সন্তান-সন্ততিও ছিল। বাহ্যতঃ তাহাকে নিশ্চিন্ত ও পরম সুখী মনে হইত। সে মনে মনে ভাবিল, তাহার ন্যায় হওয়ার জন্যই দোআ করাইব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে এই চিন্তাও ঢুকিল যে, কে জানে, জওহারীও আসলে কোন বিপদে পতিত আছে কি না। এরূপ হইলে দোআ করাইয়া আমিও বিপদে জড়াইয়া পড়িব। কাজেই আগে ভিতরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়াই সমীচীন। এইরূপ ভাবিয়া সে জওহারীর নিকট উপস্থিত হইল এবং আপন সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে জানাইল।

জওহারী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, খোদার কসম, তুমি কখনও আমার ন্যায় হওয়ার জন্য দোআ করাইও না। আমি একটি বিপদে জড়িত আছি—খোদা না করুন, তুমিও উহাতে জড়িত হইয়া পড়। ঘটনা এই যে, একবার আমার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ে; তাহার অবস্থা একেবারে মরনোন্মুখ হইয়া পড়িল। তাহাকে মরিতে দেখিয়া আমি কান্না রোধ করিতে পারিলাম না। তখন স্ত্রী বলিল, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি মারা গেলে তুমি অন্য একজনকে বিবাহ করিয়া লইবে। আমি বলিলাম, না, আমি আর কখনও বিবাহ করিব না। সে বলিল, সকলেই এরূপ বলে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেহই এই ওয়াদা রক্ষা করে না। আমি স্ত্রীর ভালবাসার হাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত ছিলাম এবং তাহার মরনোন্মুখ অবস্থা দেখিয়া অন্তর খুবই দুঃখ-ভারাক্রান্ত ছিল। এই কারণে স্ত্রীকে বিশ্বাস করাইবার জন্য ক্ষুর লইয়া তৎক্ষণাৎ আমার লিঙ্গ কাটিয়া ফেলিলাম। অতঃপর তাহাকে বলিলাম, এখন তো তুই নিশ্চিন্ত হইয়াছিস্। ঘটনাক্রমে ইহার পর স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়া গেল। তখন আমি একেবারে বেকার হইয়া পড়িয়াছি। ফলে সে আমার চাকরদের সহিত ভাব করিয়া লইল। এক্ষণে তুমি যেসব ছেলেপেলে দেখিতেছ তাহারা সকলেই আমার চাকরদের কৃপায়। আমি স্বচক্ষে এই কু-কর্ম দেখিয়াও দুর্নামের ভয়ে কিছু বলিতে পারি না। তাই তুমি আমার ন্যায় হওয়ার দোআ কখনও করাইও না।

অবশেষে ঐ ব্যক্তির বুঝিতে বাকী রহিল না যে, দুনিয়াতে কেহই সুখে-শান্তিতে নাই। তৃতীয় দিন হযরত খিযিরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, বল তোমার কি মত? সে বলিল, হুযুর দোআ করুন, যেন খোদা তা'আলা আমাকে আপন মহব্বত

www.BANGLAKITAB.com

ও পূর্ণ দ্বীনদারী দান করেন। হযরত খিযির সেইরূপ দোআ করিলে লোকটি কামেল দ্বীনদার হইয়া গেল।

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াদারদের মধ্যে কেহই সুখে-শান্তিতে নাই। ভিতরের অবস্থা প্রত্যেকেরই পেরেশানীতে পূর্ণ। কেননা, দুনিয়ার অবস্থা হইল এইরূপ لا يَنْتَهِى اَرَبٌ اِلَّا اِلٰى اَرَبٍ অর্থাৎ, 'এক আশা পূরণ না হইতেই অন্য আশা মাথা চাড়া দিয়া উঠে।' খোদার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মনোবৃত্তি কাহারও নাই। প্রত্যেক কাজের বেলায়ই আশা করা হয় যে, ইহাও সম্পন্ন হউক এবং উহাও সম্পন্ন হউক। অথচ সকল আশা পূর্ণ হওয়া কঠিন। ফলে পরিণামে পেরেশানীই ভোগ করিতে হয়। বাহ্যতঃ মাল-দৌলত সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি সবকিছু থাকিলেও স্বয়ং এগুলিই কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই কোরআন বলে : فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ অর্থাৎ, 'বাহ্যতঃ তাহাদের নিকট অজস্র মাল-দৌলত আছে বটে, কিন্তু এগুলি তাহাদের জন্য শাস্তি বৈ কিছুই নহে।'

আমি কানপুরে জনৈকা ধনী ঘরের গৃহিনীকে দেখিয়াছি, তাহার বেশ কিছু সংখ্যক সন্তানাদি ছিল। ইহাদের প্রতি তাহার মহব্বতের অন্ত ছিল না। এই সন্তানদের মহব্বতের কারণে সে কোন দিন চৌকিতে শয়ন করিতে পারে নাই। কেননা, এক চৌকিতে সব সন্তানের সঙ্কুলান হইত না। অথচ সে সকলকে নিজের সঙ্গে শয়ন করাইত। তদুপরি রাত্রিতে উঠিয়া হাতড়াইয়া দেখিয়া লইত যে, সকলেই ঠিক আছে কি না। সারা রাত্রিই বেচারীকে এইরূপ বিপদের ভিতর দিয়া কাটাইতে হইত। ঘটনাক্রমে একবার তাহার একটি সন্তান মারা গেল। ইহাতে সে এত ব্যথা অনুভব করিল যে, সন্তানের কাফন-দাফনেও শরীক হইল না এবং কানপুর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

তেমনি মাল-দৌলতও মানুষের মনঃকষ্টের কারণ হইয়া থাকে। কেননা, ঘটনাচক্র মানুষের ইচ্ছাধীন নহে, অথচ মানুষ আশা করে অনেক বেশী। ফলে সর্বদাই বিপদ ভোগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে দ্বীনদার ব্যক্তি কখনও এরূপ অবস্থায় পতিত হয় না। কেননা, সে খোদা তা'আলাকে ভালবাসে। আর এই ভালবাসার অবস্থা এই যে, هر چه آں خسرو کند شیریں بود 'প্রেমাস্পদ যাহা করে, তাহা মিষ্টই হইয়া থাকে।'

হযরত গাওসে আযম (রঃ)-এর একটি ঘটনা বলিতেছি। একবার কেহ তাঁহাকে একটি মূল্যবান কাঁচের আয়না উপহার দিল। তিনি উহা খাদেমের হাতে দিয়া বলিলেন, আমি যখনই চাহিব, তখনই ইহা আমাকে দিবে। এক দিন ঘটনাক্রমে আয়নাটি খাদেমের হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল। খাদেম ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল : از قضا آئینهٔ چینی شکست।

www.BANGLAKITAB.com

'খোদা তা'আলার ফয়সালা অনুযায়ী কাঁচের আয়না ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' তিনি তৎক্ষণাৎ উৎফুল্ল চিত্তে বলিয়া উঠিলেন ঃ خوب شد اسباب خود بینی شکست 'চমৎকার হইয়াছে, গর্বের সামগ্রী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' মাল কি জিনিস, সন্তান-সন্ততির মৃত্যুতেও তাঁহারা মোটেই পেরেশান হয় না। তবে মানসিক কষ্টের কথা ভিন্ন। ইহা দেখার বস্তু নহে। পয়গাম্বরগণেরও এরূপ কষ্ট হইয়াছে। মোটকথা, দ্বীনের সহিত দুনিয়া একত্রিত হইলে সেই দুনিয়াও সুস্বাদু হইবে। এমন কি, একা দ্বীন থাকিলে এবং দুনিয়া না থাকিলেও দ্বীনদারদের জীবন মধুময় হইয়া থাকে। কেননা, পবিত্র কোরআনে ওয়াদা রহিয়াছে ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ط

'পুরুষ ও নারীদের মধ্য হইতে যে মো'মিন অবস্থায় নেক আ'মল সম্পাদন করিবে, আমি অবশ্যই তাহাকে পবিত্র জীবন দান করিব।' অতএব, বুযুর্গগণ সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায়ও অপার আনন্দ অনুভব করেন।

হযরত শাহ্ আবুল মা'আলী (রঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার তাঁহার মুর্শিদ তাঁহার বাড়ীতে আগমন করিলেন। তখন তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। ঘটনাক্রমে তখন বাড়ীর সকলেই খাদ্যাভাবে উপবাস করিতেছিলেন। পীর ছাহেবের আগমনে বাড়ীর লোকজন কিছু না কিছু খাদ্যদ্রব্য যোগাড় করার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেমতে ধার-কর্জ লওয়ার জন্য পরিচারিকাকে মহল্লায় পাঠানো হইল। পরিচারিকা দুই তিন জনের নিকট যাইয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল। বারবার আসা-যাওয়া করিতে দেখিয়া পীর ছাহেবের মনে সন্দেহ দেখা দিল। তিনি অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, অদ্য বাড়ীতে উপবাস চলিতেছে। তিনি খুব দুঃখিত হইলেন। অতঃপর পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন এবং বলিলেন ইহা দ্বারা খাদ্যশস্য কিনিয়া আন। খাদ্যশস্য কিনিয়া আনা হইলে তিনি একটি তাবিজ লিখিয়া উহাতে রাখিলেন এবং বলিলেন, এই খাদ্যশস্য তাবিজসহ একটি পাত্রে রাখিয়া দাও এবং উহা হইতে কিছু কিছু করিয়া বাহির করতঃ ব্যয় করিতে থাক। পীর ছাহেবের এই নির্দেশ পালিত হইল। ফলে খাদ্যশস্যে যারপরনাই বরকত হইল। কিছুদিন পর শাহ্ আবুল মাআলী (রঃ) বাড়ীতে আসিয়া পরপর কয়েক বেলা স্বচ্ছন্দে আহার করিতে পারিলেন। এক দিন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি, আজকাল যে মোটেই উপবাস হইতেছে না! অতঃপর তাঁহাকে পীর ছাহেব প্রদত্ত তাবিজের কথা জানানো হইল। এখানে শাহ্ আবুল মা'আলী (রঃ) এর আদব ও খোদা-প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি এক দিকে তাওয়াক্কুলের আদবও হাতছাড়া করিলেন না এবং আপর দিকে পীরের আদবও পুরা-পুরি বজায় রাখিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, ঐ খাদ্যশস্যের পাত্রটি আমার কাছে

www.BANGLAKITAB.com

আন ; পাত্রটি আনা হইলে তিনি উহার মধ্য হইতে তাবিজটি উঠাইয়া আপন মাথায় বাঁধিলেন এবং বলিলেন, হুযুরের তাবিজের জন্য আমার মাথাই উপযুক্ত স্থান। এরপর খাদ্যশস্যকে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সেমতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হইলে তখন হইতেই তাঁহার পরিবারে আবার উপবাস আরম্ভ হইয়া গেল। আসলে তাঁহাদের উপবাস ছিল ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। কেননা, তাঁহারা ইহাকে সুন্নত মনে করিতেন।

হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস (রঃ) একাধারে তিন দিনও উপবাসে কাটাইয়া দিতেন। বিবি ছাহেবা ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া আরয করিতেন, হযরত, আর সহ্য করিতে পারি না। তিনি বলিতেন, আর সামান্য ধৈর্য ধর। জান্নাতে আমাদের জন্য সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। তাঁহার বিবি ছাহেবাও অত্যধিক নেক ছিলেন। তিনি হাসিমুখে উপবাস সহ্য করিয়া যাইতেন।

বন্ধুগণ, এইসব ঘটনা শুনিয়া আপনাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। ইহাতে আপনাদের বিস্ময় প্রকাশ করা আর সহবাসের আনন্দের কথা শুনিয়া পুরুষত্বহীন ব্যক্তির বিস্ময় প্রকাশ করা একই পর্যায়ভুক্ত। কেননা, সামান্য অনুভূতি থাকিলেই প্রত্যেকে বুঝিতে পারে যে, খোদার মহব্বতে কি অবস্থা হয়। যে কোন মহব্বতেই এইরূপ অবস্থা হয় :

چوں در چشم شاهد نیاید زرت + زر و خاک یکساں نماید برت

(চুঁ দর চশমে শাহেদ নায়ায়াদ যরাত + যর ও খাক একসাঁ নুমায়াদ বরাত)

অর্থাৎ, তোমার স্বর্ণ যদি মা'শুকের দৃষ্টিতে পছন্দ না হয়, তবে এরূপ স্বর্ণ ও মাটি তোমার নিকট সমান বলিয়া মনে হইবে।'

দেখুন, আপনি যদি প্রেমাস্পদকে এক হাজার টাকা দেন, আর সে উহাতে লাথি মারিয়া দেয়, তবে আপনার দৃষ্টিতেও এই এক হাজার টাকার কোন মূল্য থাকে না। অপ্রকৃত মহব্বতের যখন এই অবস্থা, তখন প্রকৃত মহব্বতের কি অবস্থা হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই কবি বলেন :

ترا عشق همچو خودے زآب وگل + ربایید همه صبر وآرام دل

عجب داری از سالکان طریق + که باشند در بحر معنی غریق

(তুরা এশ্‌কে হামচু খুদে যেআব ও গেল + রুবায়েদ হামা ছবর ও আরামে দিল

আজবদারী আয সালেকানে তরীক + কেহ্ বাশান্দ দর বহ্‌রে মা'না গরীক)

অর্থাৎ, 'তোমার এশ্‌ক তোমার ন্যায় পানি ও মাটি (অর্থাৎ অস্থায়ী)। ইহা তোমার সমস্ত ধৈর্য ও আরাম বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। সালেক ব্যক্তিগণ খোদাতত্ত্বের সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছেন বলিয়া তুমি আশ্চর্য বোধ করিতেছ।'

দেখুন, প্রেমাস্পদ যদি আশেককে কাছে বসার অনুমতি দেয়, ইতিমধ্যে খাওয়ার সময় উপস্থিত হয় এবং সে তাহাকে বলে যে, ক্ষুধা লাগিলে যাইয়া খাও, তবে আশেক

www.BANGLAKITAB.com

খাওয়ার জন্য উঠিয়া যাওয়া পছন্দ করিবে কি ? কখনই নহে। মহব্বতের এই অবস্থা হইলে উপরোক্ত বুযুর্গের উপবাসে বিস্ময়ের কি আছে ? তাঁহারা প্রকৃত প্রেমাস্পদ হক তা'আলার সঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন। মাওলানা রূমী বলেন :

گفت معشوقے بعاشق کای فتا + تو بہ غربت دیدۂ بس شہرہا
پس کدامی شہر از انہا خوشترست + گفت آں شہرے کہ دروے دلبرست

(গুফ্‌ত মা'শুকে বআশেক কায়ফাতা + তু ব-গুরবত দিদায়ী বস শহরহা
পস কুদামি শহর আয আঁহা খুশতরাস্ত + গুফ্‌ত আঁ শহরে কেহ্ দরওয়ে দিলবরআস্ত)

অর্থাৎ, 'জনৈক মা'শুক আশেককে বলিল, হে যুবক, তুমি মুসাফির অবস্থায় অনেক শহর দেখিয়াছ। বল তো, কোন্ শহরটি বেশী সুন্দর ? আশেক বলিল, যে শহরে মা'শুক অবস্থান করে। এরপর মাওলানা আরও বলেন :

ہر کجا دلبر بود خرم نشیں + فوق گردوں ست نے قعر زمیں
ہر کجا یوسف رخے باشد چو ماہ + جنت ست آں گرچہ باشد قعر چاہ

(হরকুজা দিলবর বুয়াদ খুররম নেশি + ফাওকে গিরদুঁ আস্ত নায় কা'রে যমীন
হরকুজা ইউসুফ রুখে বাশাদ চুঁ মাহ + জান্নাতাস্ত আঁ গরচে বাশাদ কা'রে চাহ্)

অর্থাৎ, 'যেখানে মা'শুক আছে, সেখানেই আনন্দচিত্তে বসিয়া পড়। উহা আসমান হইতেও উচ্চ, যমিনের গর্ত নহে। যেখানেই চন্দ্রের ন্যায় ইউসুফের মুখমণ্ডল থাকে উহাই জান্নাত—যদিও তাহা কূপের গর্ত হয়।'

প্রেমাস্পদ কূপের ভিতরে থাকিলে কূপও জান্নাত। অপ্রকৃত প্রেমাস্পদের সঙ্গলাভেই এই অবস্থা হইলে প্রকৃত প্রেমাস্পদের সঙ্গলাভে কি হইবে।

মোটকথা, দুনিয়াদারেরা আপনাদিগকে স্বাদহীন দুনিয়া শিক্ষা দেয়। পক্ষান্তরে আমরা স্বাদযুক্ত দুনিয়া শিক্ষা দেই। ইহা হইল দ্বীনসহ দুনিয়া। এই দুনিয়া অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও স্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। যদি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, তবে নিয়ম মাফিক উত্তর প্রথমেই বলিয়াছি। অর্থাৎ, দুনিয়া সম্বন্ধে বলা আমাদের দায়িত্ব নহে।

॥ দ্বীনের অঙ্গ ॥

দুনিয়া সম্বন্ধে এপর্যন্ত বলা হইল। এখন দ্বীন সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। দ্বীনের পাঁচটি অঙ্গ আছে। (১) আকায়েদ, (২) দীয়ানাত তথা এবাদত, (৩) পারস্পরিক মুয়ামালা, (৪) সামাজিকতা ও (৫) চরিত্র।

ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটি অঙ্গের দিক দিয়াই আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আকায়েদের ক্ষেত্রে তৌহীদ ও রেসালত সম্বন্ধে যে সব গোলমাল আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা কাহারও অজানা নাই। কোথাও অনুমানভিত্তিক দর্শনের

www.BANGLAKITAB.com

দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাদের সম্বন্ধে আপত্তি তোলা হয়, আবার কোথাও ভণ্ড সূফীবাদের কারণে নানা সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়া উঠে। ওলীআল্লাহ্‌দিগকে নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং নবীগণকে আল্লাহ্‌ হইতে শ্রেষ্ঠ বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, যে ব্যক্তি শরীয়ত হইতে যত বেশী দূরে, তাহাকে তত বেশী খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত মনে করা হয়। ইহার ফলস্বরূপ ফাসেক ব্যক্তিরা ওলীআল্লাহ্‌ বলিয়া গণ্য হইতেছে। দ্বিতীয় অঙ্গ হইল এবাদত। এক্ষেত্রেও আপনারা জানেন যে, কয়জনেই বা রোযা রাখে, কয়জনেই বা যাকাত দেয় এবং কয়জনেই বা হজ্জ করে। তৃতীয় অঙ্গ হইল পারস্পরিক মোয়ামালা বা লেন-দেন। মানুষ ইহাকে শরীয়তের বিষয়বস্তু বলিয়াই মনে করে না। তাহাদের মতে অস্তিত্বহীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়, সুদ ইত্যাদি হারাম নহে। যেকোন উপায়ে বিস্তর টাকা-পয়সা সঞ্চয় করাই হইল তাহাদের লক্ষ্য। ব্যস, খাদ্যে ঘিয়ের পরিমাণ বেশী হওয়া চাই। কাহারও সম্পত্তি আত্মসাৎ করা তাহাদের কাছে কিছুই নহে। সুদসহ ঋণের ডিক্রি করাইয়াও তাহারা দুঃখ করে না। চতুর্থ অঙ্গ হইল সামাজিকতা। ইহার দুর্গতিও সকলের জানা আছে। বিবাহ শাদী ও শোকানুষ্ঠানাদিতে যাহা ইচ্ছা তাহাই করা হয়। কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা নাই এবং ফতোয়া লওয়ার প্রয়োজন নাই। বিবি ছাহেবা যাহা বলিয়া দেয়, চক্ষু মুদিয়া তাহাই করা হয়। যেন বিবি ছাহেবাই শরীয়তের মুফ্‌তী। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে—যে জাতির নেতা হইবে মহিলা, সেই জাতি কখনও মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে না।

॥ জাতীয় বৈশিষ্ট্য ॥

আজকাল আমাদের বেশভূষা দেখিয়া আমরা মুসলমান, না কাফের কিছুই বুঝা যায় না। দাড়ি একেবারে সাফ—মাথায় জঙ্গলী লোকের ন্যায় লম্বা চুল। বন্ধুগণ, আজকাল জাতি জাতি বলিয়া সর্বত্রই চীৎকার শুনা যায়। 'জাতি' শব্দটির বেজায় পূজা করা হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আপনারা জাতীয় বৈশিষ্ট্যেরও পরওয়া করেন না। আপনাদের পক্ষে দাড়ি রাখা ফরয না হইলেও জাতীয় বৈশিষ্ট্য মনে করিয়া হইলেও ইহা রাখা দরকার। জাতীয় বৈশিষ্ট্যও তো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমান হিন্দুর বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে এবং হিন্দু মুসলমানের—ইহা কত বড় দুঃখের কথা!

একবার আমার ভাইয়ের নিকট দুইজন পদস্থ ব্যক্তি আগমন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল মুসলমানের আকৃতিতে হিন্দু এবং অপরজন ছিল হিন্দুর আকৃতিতে মুসলমান। মুসলমান ব্যক্তির জন্য বাড়ীর ভিতর হইতে পান পাঠানো হইল। চাকর তাহাদের কাহাকেও চিনিত না। এই জন্য সে হিন্দুর সম্মুখে পান পেশ করিল। ইহাতে তাঁহারা উভয়েই হাসিতে থাকে। ইহা দেখিয়া চাকর বুঝিয়া ফেলিল যে, যাহার মুখে দাড়ি নাই—সে-ই মুসলমান।

www.BANGLAKITAB.com

ভাইগণ, যদিও গোনাহ্ হিসাবে সকল গোনাহ্ই মন্দ; কিন্তু কোন কোন গোনাহ্র ক্ষেত্রে মানুষ আপন অপারগতা ও অজুহাত বর্ণনা করিতে পারে—যদিও তাহা কাল্পনিক হয়। উদাহরণতঃ সুদ লওয়ার ব্যাপারে অনেক অজুহাত বর্ণনা করা হয়। যদিও সেগুলি কাল্পনিক, তবুও সেগুলি অজুহাত বটে। কিন্তু দাড়ি মুণ্ডানোর ন্যায় অশোভনীয় কার্যের কি অজুহাত আছে? ইহার জন্য কোন্ কাজটি অসমাপ্ত থাকে? যদি কেউ বলে যে, দাড়ি মুণ্ডাইলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, তবে আমি বলিব যে, ইহা সম্পূর্ণ ভুল কথা। একই বয়সের দুই জন ব্যক্তি—এক জন দাড়ি মুণ্ডানো ও অপরজন দাড়িবিশিষ্ট—উপস্থিত করুন। এরপর তুলনা করিয়া দেখুন, কাহার মুখমণ্ডল হইতে সৌন্দর্য এবং কাহার মুখমণ্ডল হইতে কদর্য বর্ষিত হয়। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, একদল ফেরেশ্‌তা সর্বদাই এইরূপ তস্‌বীহ পাঠ করে:

سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحَى وَالنِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ

'আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, যিনি পুরুষদিগকে দাড়ি দ্বারা এবং নারীদিগকে কেশগুচ্ছ দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছেন।'

ইহাতে বুঝা যায় যে, দাড়ি পুরুষদের জন্য সৌন্দর্যবর্ধক। এই সৌন্দর্যের প্রয়োজন না হইলে মহিলাদের মাথাও মুণ্ডাইয়া দেওয়া উচিত। মোটকথা, সৌন্দর্য দাড়ি মুণ্ডাইবার কারণ হইতে পারে না।

কলিকাতায় জনৈক কাফের মাওলানা শহীদ দেহ্লভী (রহঃ)কে বলিয়াছিল, চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, দাড়ি রাখা একটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ। কেননা, ইহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ না হইলে মায়ের গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণের সময়ও থাকিত। মাওলানা শহীদ (রহঃ) বলিলেন, ইহাই প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়ার কারণ হইলে দাঁতও প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কাজেই আপন মুখের সমস্ত দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেল। কেননা, জন্মগ্রহণের সময় ইহা ছিল না।

মোটকথা, দাড়ি মুণ্ডানো একটি অনর্থক কাজ। এক্ষণে আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে দাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি না। তবে নিজেদের দোষ-ত্রুটি ও রোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে দাড়ির কথা আসিয়া পড়িয়াছে। বন্ধুগণ, খোদার কসম মাঝে মাঝে দাড়ির আলোচনা করিতে যাইয়া কোন কোন ব্যক্তির অপছন্দের কথা ভাবিয়া লজ্জা অনুভব করি, কিন্তু মুণ্ডনকারীরা এতটুকুও লজ্জা অনুভব করে না। সর্বনাশের কথা এই যে, আজকাল কেহ কেহ দাড়ি মুণ্ডানোকে হালালও মনে করে। এ সম্বন্ধে তাহাদের সহিত আলোচনা করিলে তাহারা বলে য, দাড়ি মুণ্ডানো হারাম বলিয়া কোরআনে কোন প্রমাণ নাই।

www.BANGLAKITAB.com

॥ শরীয়তের প্রমাণাদির ভিত্তি ॥

এই প্রশ্নটি আজকাল খুব ব্যাপকাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে কোন বিষয় সম্মুখে আসুক, প্রত্যেকেই কোরআন হইতে উহার প্রমাণ দিতে বলে। আমি এই প্রশ্নের একটি চূড়ান্ত উত্তর দিতেছি। উত্তরটি কোন রসাত্মক গল্পের ন্যায় হইবে না; বরং চিন্তার খোরাক যোগাইবে। এজন্য প্রথমে একটি শরীয়তের নীতি ও একটি সামাজিক নীতি বর্ণনা করিতেছি।

সামাজিক নীতি এই যে, মনে করুন, এক ব্যক্তি এক হাজার টাকা দাবী করিয়া আদালতে মোকদ্দমা পেশ করিল। দাবীর প্রমাণ স্বরূপ সে এমন দুই জন সাক্ষীও উপস্থিত করিল, তাহাদের কোন ত্রুটি অথবা দোষ বাহির করিতে বিবাদী সক্ষম নহে। এমতাবস্থায় নিশ্চিতভাবেই বিবাদীর বিপক্ষে মোকাদ্দমার ডিক্রি হইয়া যাইবে। এরপর এই সাক্ষীদিগকে প্রত্যাখ্যান করার কোন অধিকার বিবাদীর থাকিবে না। বিবাদী এই কথা বলিতে পারিবে না যে, যতক্ষণ স্বয়ং জজ ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া সাক্ষ্য না দেয়, ততক্ষণ আমি এই দাবী স্বীকার করিব না। বিবাদী এইরূপ বলিলে আদালত ইহার উত্তরে বলিবে যে, দাবী প্রমাণিত হওয়ার জন্য যে কোন সাক্ষীই যথেষ্ট—বিশিষ্ট সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। সুতরাং হয় এই সাক্ষীদ্বয়ের দোষ-ত্রুটি বাহির কর, না হয় দাবী স্বীকার করিয়া লও। এই নীতিটিকে সামাজিক ও শরীয়তভিত্তিক উভয়টি বলা চলে।

শরীয়তের নীতি এই যে, শরীয়তের প্রমাণ চারিটি ((১) কোরআন, (২) হাদীস, সুতরাং কেহ هذا حكم شرعى (ইহা শরীয়তের হুকুম) বলিয়া দাবী করিলে ইহার অর্থ এই যে, ইহা শরীয়তে চারি প্রমাণের মধ্য হইতে কোন একটি দ্বারা প্রমাণিত আছে। এই দাবীটিও এক হাজার টাকা দাবী করার অনুরূপ। সুতরাং ঐ ব্যক্তির ন্যায় এই ব্যক্তিরও চারিটি প্রমাণের মধ্য হইতে যে কোন একটি দ্বারা প্রমাণিত করার অধিকার আছে। ইচ্ছা হইলে এই দাবীর স্বপক্ষে কোন হাদীস পড়িয়া দিতে পারে কিংবা ইমাম আবু হানীফা (রাহ্)-এর উক্তি পেশ করিতে পারে।

এই দুইটি নীতি জানার পর এখন পূর্বোল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর শুনুন। দাড়ি কাটানো অথবা মুণ্ডানো যে হারাম, তাহার প্রমাণ হাদীসে রহিয়াছে। হাদীসও শরীয়তের অন্যতম প্রমাণ। যদিও কোরআন হাদীস অপেক্ষা বড় প্রমাণ। তবুও কোরআন হইতে প্রমাণ চাওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ইহা স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষ্যের উপর দাবীর স্বীকৃতি নির্ভরশীল রাখার ন্যায়। তবে সম্ভব হইলে হাদীসে দোষ-ত্রুটি বাহির করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। হাদীসে দোষ-ত্রুটি বাহির করিতে সক্ষম না হইলে দাবীর স্বীকৃতিতে দ্বিরুক্তি করার অবকাশ থাকে না।

www.BANGLAKITAB.com

আমি উত্তর দাতা মৌলবীদিগকেও বলিতে চাই যে, কোনরূপ বাধ্য বাধকতা সহ প্রশ্ন করা হইলে আপনারা তদনুরূপ উত্তর দানের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িবেন না। প্রশ্নকারীদের সম্মুখে এহেন বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। অনেকেই মৌলবীদিগকে চরিত্রহীন বলিয়া অভিহিত করে। অথচ মৌলবীরা এত চরিত্রবান যে, তাহাদের বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করার দরুন আপনারা চরিত্রের সীমা ডিঙ্গাইয়া গিয়াছেন। মোটকথা, দাড়ি মুণ্ডানো হারাম হওয়ার প্রমাণ কোরআনে তালাশ করা এবং হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার না করা মারাত্মক ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে। উত্তর-দাতা মৌলবী ছাহেবদিগকেও বলিতেছি—আপনারা কোরআন হইতেই ইহার প্রমাণ দিতে চাহিতেছেন। যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, দাড়ি মুণ্ডানো যে হারাম তাহার প্রমাণ কোরআনে দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তবে এভাবে কয়টি মসআলার প্রমাণ কোরআনে দেখাইতে পারিবেন? উদাহরণতঃ মাগরিবের তিন রাকাত, বিতরের নামায ওয়াজেব কি না এবং উহা তিন রাকাতবিশিষ্ট কি না এগুলি কোরআনের কোন্ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারিবেন?

॥ আমাদের চারিত্রিক অবস্থা ॥

দ্বীনের পঞ্চম অঙ্গ হইল চরিত্র। এ সম্বন্ধে সকলেই জানেন যে, চারিত্রিক দোষ-ত্রুটির কবল হইতে আমাদের আলেম এবং ছাত্র সমাজও অল্পই বাঁচিয়া থাকেন। অধিকাংশ দ্বীনদার লোককে দাড়ি রাখা, গোড়ালির উপরে পায়জামা পরিধান করা এবং শরীয়ত সম্মত পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করার ব্যাপারে যত্নবান দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের চারিত্রিক দুরবস্থা দেখিলে মনে হয় যে, শরীয়তের বাতাসও তাহাদের গায়ে লাগে নাই। ফলে অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায়ঃ

از بروں چوں گور کافر پر حلل + واندروں قہر خدائے عز و جل

از بروں طعنہ زنی بر بایزید + وز درونت ننگ میدارد یزید

(আযবেরুঁ চুঁ গোরে কাফের পুর হুলাল + ওআন্দরুঁ কহ্‌রে খোদায়ে আয্‌যা ও জাল্ল
আযবেরুঁ তা'না যানী বর বায়েযীদ + ওযদরুনাত নঙ্গ মীদারাদ এয়াযীদ)

'বাহ্যিক অবস্থা কাফেরের সমাধির ন্যায় সুসজ্জিত, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ খোদার গযবে পূর্ণ। বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা তুমি বায়েযীদের প্রতিও বিদ্রূপ কর, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দিক দিয়া এযীদও তোমাকে দেখিয়া লজ্জাবোধ করে।'

অনেক লোক আমাদের দরবেশ সুলভ বেশভূষা দেখিয়া ধোকায় পড়িয়া যায়। আর মনে করে যে, বোধ হয় তাহারা খোদা তা'আলার বিশেষ মক্‌বুল বান্দা। অথচ আমাদের মধ্যে দ্বীনের এই বিরাট অঙ্গ চরিত্রের নামগন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের সমস্ত চালচলন লৌকিকতায় পূর্ণ এবং যাবতীয় কাজ-কর্ম কৃত্রিমতা

www.BANGLAKITAB.com

প্রসূত হইয়া থাকে। আমাদের অন্তর্নিহিত এইসব রোগের চিকিৎসা নেহায়েৎ জরূরী। ইহাদের ফলস্বরূপ আমাদের অবস্থা যারপর নাই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এখানে আমি ইহাদের চিকিৎসা বর্ণনা করিতেছি।

॥ চিকিৎসার প্রকারভেদ ॥

প্রত্যেক রোগেরই দুই প্রকারে চিকিৎসা করা যায়। একটি সামগ্রিক চিকিৎসা অপরটি আংশিক চিকিৎসা। প্রত্যেকটি পীড়া ও প্রত্যেকটি রোগের পৃথক পৃথক চিকিৎসা করাকে আংশিক চিকিৎসা বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি সমস্ত রোগের মূল কারণটি এমনভাবে উপড়াইয়া ফেলা হয় যে, ইহাতে প্রত্যেকটি রোগ আপনাআপনি দুর হইয়া যায়, তবে উহাকে সামগ্রিক চিকিৎসা নামে অভিহিত করা হয়। শরীয়তে এই উভয় প্রকার চিকিৎসাই বিদ্যমান আছে। তবে আংশিক চিকিৎসাটি কঠিন বলিয়া আজকালকার মানুষের মধ্যে উহার প্রতি উৎসাহ নাই। কিন্তু আগেকার যুগের মানুষ এই চিকিৎসাই অবলম্বন করিত। তাহারা রিয়া, আত্মম্ভরিতা, হিংসা, গর্ব, শত্রুতা ইত্যাদি রোগের পৃথক পৃথক চিকিৎসা করিত। চিকিৎসকের জন্য এই পদ্ধতিটিই সহজ—যদিও রোগীর পক্ষে কঠিন।

উদাহরণঃ কেহ আপাদমস্তক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইলে যদি তাহাকে একটিমাত্র ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং উহাতেই সে যাবতীয় রোগের কবল হইতে মুক্তিলাভ করে, তবে তাহার জন্য ইহাই সহজ ও সরল পথ। কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে এই পদ্ধতিটি খুবই সুকঠিন। ইসলামী শরীয়তকে শত ধন্যবাদ, সে এমন চিকিৎসাও বলিয়া দিয়াছে যে, একটিমাত্র চিকিৎসা দ্বারাই যাবতীয় রোগের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আসল রোগ থাকে একটি এবং অবশিষ্ট সবগুলি রোগই উহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যেমন, জনৈক ব্যক্তি চিকিৎসককে বলিল, তাহার নিদ্রা আসে না। চিকিৎসক বলিল, বার্ধক্যের কারণে। রোগী বলিল, আমার মাথাব্যথাও থাকে। চিকিৎসক বলিল, ইহাও বার্ধক্যের কারণে। এইভাবে রোগী আরও অনেকগুলি রোগের কথা জানাইল। চিকিৎসক সবগুলির উত্তরে বলিল যে, বার্ধক্যের কারণেই এগুলির উদ্ভব হইয়াছে। এক্ষেত্রে আসল রোগ হইল বার্ধক্য। অবশিষ্ট সবগুলি ইহা হইতেই উদ্ভূত ছিল।

আরও একটি দৃষ্টান্ত বুঝুন। মনে করুন, রাত্রিকালে আপনি বাতি নিভাইয়া দিলেন। তখন ইঁদুর, গন্ধমূষিক, টিকটিকি ইত্যাদি অনিষ্টকর প্রাণী দলে দলে বাহির হইতে লাগিল। এক্ষেত্রে বাহ্যতঃ অনেকগুলি অনিষ্টকর প্রাণীর একত্র সমাবেশ হইয়াছে। এগুলি পৃথক পৃথক ভাবে তাড়ানো কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এই সবগুলির বাহির

www.BANGLAKITAB.com

হইয়া আসার কারণ মাত্র একটি এবং তাহা হইল অন্ধকার। ইহা দূর করিয়া দিলে সকল অনিষ্টকর প্রাণীই আপনাআপনি দূর হইয়া যাইবে। আমাদের পাক শরীয়তের মধ্যেও এইরূপ গুণ রহিয়াছে। সে রোগতালিকার মধ্য হইতে একটি মৌলিক রোগ বাছাই করিয়া উহার চিকিৎসা বলিয়া দেয়।

॥ মৌলিক রোগ ॥

আমাদের আসল রোগ দুইটি। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে এই দুইটি রোগই একসঙ্গে পাওয়া যায়। আবার মাঝে মাঝে একটি পাওয়া যায়—অপরটি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই দুইটি হইতে একটিও পাওয়া যাইবে না—এরূপ কখনও হয় না। আমি এই বিষয়টিকে বিস্তারিত বর্ণনা করিব। কারণ এক দিকে আমাদের অবস্থা সংশোধিত করা খুবই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অপর দিকে আমরা মনে করি যে, আমাদের অবস্থার সংশোধন সম্ভবপর নহে। অথচ এরূপ মনে করা মারাত্মক ভ্রান্তি। বন্ধুগণ, দ্বীন এরূপ সঙ্কীর্ণ হইলে কোরআন শরীফে ইহা বলা হইত না ঃ

لقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية -

'আমি আপনার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করিয়াছি।'

তাছাড়া মুসলমানদিগকে দুনিয়াতে খেলাফত ও রাজত্ব দান করা হইত না। অতএব, অবস্থা সংশোধনের জন্য দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা জরূরী—এরূপ মনে করা নিরেট ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে।

আসল রোগগুলির মধ্যে একটি হইল শিক্ষার অভাব। দ্বীনি শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষ একেবারেই অজ্ঞ। অপরটি হইল বুযুর্গদের সংসর্গের অভাব। আমার এই কথায় জ্ঞানী লোকগণ এই বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। তৎসঙ্গে ইহা দ্বারা একটি বড় সন্দেহও মোচন হইয়া গিয়াছে। কিছু সংখ্যক লোকের ব্যাপক ধারণা এই যে, দ্বীনি শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দানের পিছনে আলেমদের উদ্দেশ্য হইল পূর্ণরূপে মৌলবী বানানো। তাহাদের মতে ইহা ছাড়া উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। আমার উপরোক্ত বাক্য সংযোজনের ধারা হইতে বুঝা গিয়াছে যে, আলেমদের মতে পূর্ণরূপে মৌলবী হওয়া জরূরী নহে; বরং পুরাপুরি মৌলবী হওয়া অথবা বুযুর্গদের সংসর্গ লাভ করা—এই দুইটি হইতে একটি জরূরী।

এই বিষয়টি আরও সামান্য বিস্তারিতভাবে বুঝা দরকার। দ্বীনি শিক্ষা লাভ করা দুই প্রকারে হইতে পারে। (১) যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু দ্বীনি শিক্ষা লাভ করা। এতটুকু শিক্ষা লাভ করা সকলের পক্ষেই জরূরী। (২) যতটুকু শিক্ষা লাভ

www.BANGLAKITAB.com

করিলে পরিভাষায় আলেম বলা হয়, ততটুকু শিক্ষা লাভ করা। ইহা সকলের জন্যই জরূরী নহে। উদাহরণতঃ সরকারী আইন প্রয়োজন অনুযায়ী জানা সকল প্রজার পক্ষেই জরূরী। কিন্তু আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী লওয়া সকলের জন্য জরূরী নহে। কোন সরকার সকলের জন্য ইহা বাধ্যতামূলক করিলে উহাকে অবশ্যই সঙ্কীর্ণতা বলা হইবে। তদ্রূপ সকলেই পারিভাষিক আলেম হইতে পারে না। আমি এ এসম্বন্ধে এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, সকলকে পারিভাষিক আলেম বানানো জরূরীও নহে। এখন আপনার কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। আমার এই উক্তির কারণ এই যে, সকলেই মৌলবী হইয়া মৌলবীসুলভ কাজে মশ্‌গুল হইয়া পড়িলে জীবিকা উপার্জনের কাজকারবার একেবারে অচল হইয়া যাইবে। অথচ এইসব কাজকারবার চালু রাখা স্বয়ং শরীয়তের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

॥ আলেমদের উদ্দেশ্য ॥

এখন আমি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিতেছি যে, সকলকে মৌলবী বানানো জায়েযও নহে। ইহাতে হয়তো অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে পারে। তাই বলিতেছি যে, এখানে মৌলবী হওয়ার অর্থ অনুসৃত হওয়া (অর্থাৎ, যাহাকে অপরাপর লোকেরা অনুসরণ করিয়া চলে।) অনুসৃত হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। তন্মধ্যে প্রধান শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সত্যের প্রতি অবিচল আস্থাশীল হইতে হইবে, প্রবৃত্তির অনুসারী হইলে চলিবে না। তাহাকে লোভ ও লালসামুক্ত হইতে হইবে। লোভের বশবর্তী হইয়া মাসআলা পরিবর্তন করিয়া দেয়—এরূপ হইলে চলিবে না। এই দোষটিই বনি ইস্রাইলের আলেমদের মধ্যে ছিল। ফলে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধেই কবি বলেন ঃ

بے ادب را علم و فن آموختن + دادن تیغ است دست راهزن

(বে আদব রা এল্‌ম ও ফন আমুখতান + দাদন তেগ আস্ত দস্তে রাহেযান)

'বে-আদবকে এল্‌ম ও জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া দস্যুর হাতে তলোয়ার উঠাইয়া দেওয়ারই নামান্তর।'

ইহা চাক্ষুষ ঘটনা যে, বহু মানবপ্রকৃতি লোভের বশবর্তী রহিয়াছে। এমতাবস্থায় মনে করুন, কোন লোভী ও প্রবৃত্তি পূজারী ব্যক্তিকে অনুসৃত বানাইয়া দিলে সে কি করিবে? ইহা জানা কথা যে, সে জাতির সংশোধনের পরিবর্তে জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিবে। সে মনগড়া মাসআলা লিখিবে। আমি জনৈক ব্যক্তির ফতোয়া পাঠ করিয়াছি। সে এক হাজার টাকা লইয়া শ্বাশুড়ীকে বিবাহ করা জায়েয বলিয়া ফতোয়া দিয়াছিল।

কথিত আছে, একবার দিল্লীর জনৈক বাদশাহর মনে রেশমী বস্ত্র পরিধান করার সখ জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে বেতনভোগী মৌলবীরা ইহা হালাল বলিয়া ফতোয়া লিখিয়া

www.BANGLAKITAB.com

দিল। তাহারা ইহা হালাল হওয়ার বহু কারণও লিখিয়া দিল। বাদশাহ বলিলেন, যদি মোল্লাজীও ইহাতে দস্তখত করিয়া দেয়, তবে আমি পরিব। সে মতে মোল্লাজীর নিকট ফতোয়া চাহিয়া পাঠানো হইল। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি দিল্লীতে আসিয়া এই প্রশ্নের জবাব দিব এবং প্রকাশ্য জামে মসজিদে দাঁড়াইয়া উত্তর দিব। সে মতে তিনি দিল্লী আগমন করিলেন এবং জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইলেন। প্রশ্ন ও উত্তর ব্যক্ত করিয়া শুনাইবার পর তিনি হারামকে হালাল জ্ঞান করার কারণে ধমকি স্বরূপ বলিলেন: مفتی و مستفتی ہر دو کافر اند অর্থাৎ, 'ফতোয়াদাতা ও ফতোয়াপ্রার্থী উভয়ই কাফের।' বাদশাহ ইহা শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং মোল্লাজীকে হত্যা করার নির্দেশ জারী করিলেন। বাদশাহর জনৈক পুত্র এই সংবাদ জানিতে পারিয়া দৌড়িয়া মোল্লাজীর নিকট আগমন করিল এবং বলিল, আপনাকে হত্যা করার মতলব আঁটা হইতেছে। মোল্লাজী ইহা শুনিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, আমি এত কি অন্যায় করিলাম? আমার জন্য ওযুর পানি আন। আমি অস্ত্র পরিধান করিয়া লই। কেননা, হাদীসে বলা হইয়াছে: الوضوء سلاح المؤمنين "ওযু মোমিনের হাতিয়ার।" প্রকৃতপক্ষে এহেন বুযুর্গদিগকে সঙ্গীহীন মনে করা উচিত নহে। হাফেয (রঃ) বলেন:

بس تجربہ کردیم دریں دیر مکافات + با دردکشاں ہر کہ در افتاد بر افتاد

(বসতাজরেবা করদীম দরী দায়রে মুকাফাত
বাদুরদে কাশাঁ হরকেহ্ দর উফ্‌তাদ বর উফ্‌তাদ)

'এই দান-প্রতিদানের দুনিয়াতে এই অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছি যে, যে কেহ বুযুর্গদের সহিত শত্রুতা করে, সে-ই ধ্বংস হইয়া যায়।

হাদীসে বলা হইয়াছে: مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ 'যে, ব্যক্তি আমার ওলীর সহিত শত্রুতা রাখে, আমি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।'

শাহ্‌যাদা মোল্লাজীর দুর্দমনীয় প্রতাপ লক্ষ করিয়া তাড়াতাড়ি পিতার নিকট গমন করিয়া বলিল, আপনি সর্বনাশ করিতেছেন। মোল্লাজী আপনার মোকাবিলা করার জন্য ওযু করতঃ ওযুরূপ হাতিয়ার দুরুস্ত করিতেছেন এবং সজ্জিত হইতেছেন। বাদশাহ্ ইহা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, এখন কি করা যায়? আমি তো নির্দেশ জারী করিয়া ফেলিয়াছি। শাহ্‌যাদা বলিল, সকলের সম্মুখে আমার হাতে মোল্লাজীর জন্য একটি মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাইয়া দিন। সেমতে এরূপ করা হইলে মোল্লাজীর রোষ দমিত হইল।

এই শ্রেণীর লোক অবশ্য অনুসৃত হওয়ার যোগ্য। অতীতে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা কম ছিল না। ইহার বিপরীতে লোভী ব্যক্তিদের দ্বারা অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

www.BANGLAKITAB.com

এমনি এক বুযুর্গ প্রবরের ঘটনা বলিতেছি। তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎও হইয়াছিল। জনৈকা মহিলা স্বামী থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন পুরুষকে ভালবাসিত। সে ঐ বুযুর্গ প্রবরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি স্বামীর সহিত বসবাস করিতে চাই না। অথচ সে আমাকে তালাকও দেয় না। এমতাবস্থায় আমি কি করিব? বুযুর্গ প্রবর বলিলেন, তুই কাফের হইয়া যা। (নাউযুবিল্লাহ্) ইহাতে আপনাআপনি বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

বলুন, এরূপ লোক অনুসৃত হইয়া গেলে জাতির কি দশা হইবে? যেসব শিক্ষক এই জাতীয় লোকদিগকে পড়ায়, তাহারা যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে পূর্বেই বুঝিতে পারে যে, ইহারা ভবিষ্যতে এরূপ হইবে, তবে তাহাদিগকেও সাবধান হওয়া উচিত। নতুবা তাহারা খোদার দরবারে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। এই কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ লোক বাছাই করিয়া পড়াইতেন। তাঁহারা যে-কোন বাজে লোককে অনুসৃত হওয়ার সীমা পর্যন্ত এল্‌মে দ্বীন শিখাইতেন না।

এই আলোচনা শুনিয়া অহঙ্কারী ব্যক্তিরা হয়তো আনন্দিত হইয়া বলিবে, আমরা পূর্বেই বলিতাম যে, তাঁতি, কলুদিগকে পড়ানো উচিত নহে। এখন তাহাই প্রমাণিত হইয়া গেল। এরূপ লোকদের জানা উচিত যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ নীচজাত ও উচ্চজাতের ভিত্তিতে লোক বাছাই করিতেন না; বরং তাঁহারা যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক বাছাই করিতেন; অর্থাৎ যাহার মধ্যে সদগুণাবলীর লক্ষণ দেখিতেন, তাহাকে এল্‌মে দ্বীন পুরাপুরি শিখাইতেন। পক্ষান্তরে যাহার মধ্যে অসদগুণাবলীর লক্ষণ দেখিতেন, তাহাকে দরকার পরিমাণ এলমে দ্বীন শিখানোর পর অন্য কাজে যোগদান করার পরামর্শ দিতেন। এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি সাধারণ পরিবারের এবং শেষোক্ত ব্যক্তি কোন উচ্চ পরিবারের হইলেও সেদিকে লক্ষ্য করিতেন না। তাঁতি ও কলুদের উপস্থিতি আপনার জন্য এতই লজ্জাকর হইলে আপনি তাহাদের জান্নাতেও প্রবেশ করিবেন না; বরং ফেরাউন ও হামানের সহিত চলিয়া যাইবেন। কেননা, তাহারা দুনিয়াতে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত।

বন্ধুগণ, জাতের উচ্চতা ও নীচতা অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার। পক্ষান্তরে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করা ইচ্ছাকৃত ব্যাপার; অনিচ্ছাকৃত ব্যাপারের জন্য কাহারও সম্মান বাড়ে বা কমে না; বরং সম্মান ও অসম্মান উভয়টিই একান্তভাবে ইচ্ছাকৃত কাজের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই কিয়ামতের দিন উচ্চজাতসমূহকে কোন মূল্য দেওয়া হইবে না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন: فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ 'সেই দিন মানুষের মধ্যে জাতের কোন ভেদাভেদ থাকিবে না এবং তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও করা হইবে না।'

তাছাড়া উচ্চ জাতের লোকগণ নিজেরাও পড়িবে না এবং নীচ জাতের লোক-দিগকেও পড়িতে দিবে না—যুলুম বৈ কিছুই নহে। খোদায়ী ধর্মের প্রচার ও

www.BANGLAKITAB.com

প্রসার অবশ্যই হইবে। এজন্য প্রত্যেক যুগেই গায়েব হইতে ইহার ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে। যতদিন পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোকগণ এল্‌মে দ্বীনের প্রতি মনোযোগী ছিল, ততদিন খোদাতা'আলা তাহাদের মধ্য হইতে বড় বড় মনীষী সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের দ্বারা ধর্ম প্রচারের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু যেদিন হইতে তাহারা এলমে দ্বীনের প্রতি শৈথিল্য ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে, সেদিন হইতে খোদাতা'আলাও এই দৌলত অন্যান্য জাতের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। মোটকথা, জাতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

আমি মাদ্রাসাসমূহের কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিতেছি, তাঁহারা যেন আইনের কোঠা পূর্ণ করা ও কার্যক্রম দেখাইবার উদ্দেশ্যে বদস্বভাব লোকদিগকে মাদ্রাসায় ভর্তি না করেন। ছাত্রদের প্রাচুর্য ও স্বল্পতার পরওয়া করা উচিত নহে। অবস্থা দৃষ্টে যে ব্যক্তিকে অনুস্থত হওয়ার অযোগ্য মনে করা হয়, তাহাকে তৎক্ষণাৎ মাদ্রাসা হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া দরকার।

কানপুরে অবস্থান কালে একবার আমি এমন আটজন ছাত্রকে মাদ্রাসা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলাম—তাহাদের শিক্ষা প্রায় সমাপ্তির পথে ছিল। ইহাতে মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন এবং বলিলেন যে, ইহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দিলে মাদ্রাসার কীর্তিকল্প অনেক হ্রাস পাইবে এবং এবৎসর জনগণকে দেখাইবার মত কোন কীর্তিকল্প বাকী থাকিবে না। আমি বলিলাম, কার্যক্রম দেখাইবার প্রতি আপনাদের লক্ষ্যের অভাব দেখিতেছি না; কিন্তু ইহারা যে ধর্মীয় ব্যাপারে অনুস্থত হইতে চলিয়াছে, সেদিকে আপনাদের মোটেই লক্ষ্য নাই। যেক্ষেত্রে মানুষ তাহাদের অনুসরণ করিবে, সেক্ষেত্রে তাহাদের নিজেদের অবস্থাই যদি এরূপ হয়, তবে গোম্‌রাহ করা ছাড়া তাহারা আর কি করিতে পারিবে? ইহাতে কর্তৃপক্ষ ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন।

মোটকথা, আপনারা এরূপ আশঙ্কাই করিবেন না যে, আমরা সকলকেই মৌলবী বানাইবার ফন্দি আঁটিতেছি। কেননা, আমরা অনেককেই মৌলবী বানানো জায়েযও মনে করি না। এরূপ লোকদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে:

زیاں میکند مرد تفسیر داں + کہ علم و ادب می فروشد بناں

(যিয়াঁ মীকুনাদ মর্‌দে তফসীর দাঁ + কেহ্ এল্‌ম ও আদব মীফরুশাদ বনাঁ)

অর্থাৎ, 'অনেক তফসীরবিদ ব্যক্তি সর্বনাশ করিতেছে, যে রুটির পরিবর্তে এল্‌ম ও জ্ঞানকে বিক্রয় করিতেছে।'

এইসব লোভীদের কারণেই আজকাল আলেম সম্প্রদায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত। খোদার কসম, আজ যদি সত্যপন্থী আলেমদের ন্যায় গোটা আলেম সমাজ হাত গুটাইয়া লইতেন, তবে এই বড় বড় অহঙ্কারীরাও তাঁহাদের সম্মুখে মস্তক নত করিতে

www.BANGLAKITAB.com

বাধ্য হইত। কোন দুনিয়াদার ব্যক্তি তাহাদের সম্মুখে কোনকিছু পেশ করিলেও তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা আলেমদের পক্ষে উত্তম কাজ। বন্ধুগণ, আলেমদের অস্তিত্ব আসলে খুবই প্রিয় বস্তু ছিল। তাহারা কাহারও বাড়ীতে চলিয়া গেলে সেদিন তথায় ঈদ হওয়া উচিত ছিল। অথচ আজকাল এরূপ দিন ঈদের পরিবর্তে ওয়ীদ অর্থাৎ সর্বনাশের দিন হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, এই লোভীদের বদৌলতে আজকাল প্রত্যেক আলেমের মুখ দেখিয়াই ধারণা জন্মে যে, হয়ত সে কিছু চাহিতে আসিয়াছে। ভাইগণ, অপরের ধন-দৌলত হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখা ও স্বাধীন মনোভাবের ব্যাপারে আলেমদের ধর্ম এরূপ হওয়া উচিত ঃ

اے دل آں بہ کہ خراب از مے گلگوں باشی
بے زر و گنج بہ صد حشمت قاروں باشی
در راہ منزل لیلی کہ خطر ہاست بجاں
شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

(আয় দিল আঁ বেহ্ কেহ্ খারাব আয মায় গুল গুঁবাশী
বে-যর ও গঞ্জ বাছদ হাশ্‌মতে কারুঁ বাশী
দর রাহে মন্‌যিলে লায়লা কে খতরহাস্ত বজাঁ
শর্তে আওয়াল কদম আঁনাস্ত কেহ্ মজনূঁ বাশী।

'হে মন! রঙ্গীন শরাব দ্বারা মাতাল হইয়া থাকাই তোমার জন্য উত্তম। তুমি ধন-দৌলত ছাড়াই কারুন হইতেও অধিক উচ্চ শানে অবস্থান কর। লায়লাকে লাভ করার গন্তব্য পথে প্রাণের অনেক ভয় আছে। এই পথে গমনের জন্য মজনূ হওয়া প্রথম শর্ত।

অর্থাৎ, ধন-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি উভয়টিকে আগুন লাগাইয়া ছারখার করিয়া দাও। যদি তোমরা ধনীদের দ্বারে ধর্না দেওয়া ত্যাগ কর, তবে তাহারা স্বয়ং তোমাদের দ্বারে আসিয়া মাথা ঝুকাইবে।

॥ সৎসংসর্গের প্রয়োজনীয়তা ॥

অতএব, লোভী লোকদের বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমরা পূর্ণ শিক্ষাকে ব্যাপক করিতে চাই না, তবে প্রয়োজন পরিমাণ শিক্ষা অবশ্যই ব্যাপক হওয়া দরকার। পূর্ণ শিক্ষার একটি বিকল্প পন্থাও রহিয়াছে। তাহা হইল খোদা-প্রেমিক বুযুর্গদের সংসর্গ। ইহাও পূর্ণ শিক্ষার ন্যায় উপকারী; বরং পূর্ণ শিক্ষা লাভ করার পরও ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে। বহু সংখ্যক ছাহাবী (রাঃ) মোটেই লেখা-পড়া জানিতেন না। তাসত্ত্বেও হুযুর (দঃ) তাঁহাদিগকে লইয়া গর্ববোধ করিতেন এবং বলিতেন, نَحْنُ اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَّا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ 'আমরা নিরক্ষরের দল। আমরা লেখা-পড়া ও

www.BANGLAKITAB.com

হিসাব-কিতাব জানি না।' তবে ছাহাবীগণ হুযূর (দঃ)-এর সঙ্গ ও সাহচর্যে থাকিতেন। ইহাই তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ পর্যন্ত ধর্মীয় দিক দিয়া সংসর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

এখন আমি সামাজিক রীতি-নীতির দিক দিয়া সংসর্গের আবশ্যকতা ও সংসর্গ ব্যতীত পূর্ণ শিক্ষা লাভের অপকারিতা বর্ণনা করিব। সকলেই জানেন যে, সমস্ত মানুষের জীবনপদ্ধতি পূর্ণরূপে সরল এবং সামাজিকতা পূর্ণরূপে লৌকিকতা বর্জিত হইলেই—সংবদ্ধ সামাজিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণরূপে শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত অর্জিত হইতে পারে। কৃত্রিমতা ও ছলচাতুরী দ্বারা পূর্ণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা সম্ভব নহে। ইহাও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা যে, পূর্ণ শিক্ষা লাভ করার পর কোন বুযুর্গের দীক্ষা গ্রহণ না করিলে ছলচাতুরী ও প্রতারণার প্রবৃত্তি হইতে রেহাই পাওয়া যায় না। তেমনি কোন ব্যক্তি যদি মূর্খ হয় এবং দীক্ষা গ্রহণেও বিরত থাকে, তবে তাহার মধ্যেও এই ছলচাতুরীর প্রবৃত্তি দেখা দেয়। অথচ সামাজিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করা অত্যন্ত জরূরী।

সারকথা এই যে, সামাজিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জরূরী। ইহা সরলতা ব্যতীত পূর্ণরূপে শান্তির সহিত অর্জিত হইতে পারে না। আর বুযুর্গের দীক্ষা ব্যতীত সরলতা লাভ করা যায় না। প্রয়োজন অনুযায়ী এল্‌ম হাছেল না করিলে দীক্ষা গ্রহণও সম্ভবপর নহে। অতএব, দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এল্‌ম শিক্ষা করা জরূরী। সরলতার জন্য দীক্ষা গ্রহণ জরূরী এবং সামাজিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জীবন জরূরী। কাজেই সামাজিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এল্‌ম শিক্ষা করা জরূরী বলিয়া প্রমাণিত হইল। তবে দীক্ষা ব্যতীত এল্‌ম চাতুরী সৃষ্টি করে এবং চাতুরী সামাজিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বিপর্যয় ডাকিয়া আনে। এই কারণে দীক্ষা ব্যতীত পূর্ণ শিক্ষা ক্ষতিকর হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিই দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ সুবিধা অর্জন করিতে পারে না। এই কারণে প্রত্যেককেই পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া উপকারী তো নয়ই—বরং ক্ষতিকর।

ইহাতে অশিক্ষিত লোকরা এই ভাবিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে যে, আমাদের নিরক্ষরতাও এক পর্যায়ে বাঞ্ছিত হইয়া গেল। অতএব, লেখাপড়া না করিয়া আমরা ভালই করিয়াছি। তাহাদের এইরূপ আনন্দিত হওয়া সমীচীন নহে। কারণ, তাহাদের নিরক্ষরতা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা লেখাপড়া হইতে বঞ্চিত হওয়ার সাথে সাথে সংসর্গ হইতেও বঞ্চিত। কাজেই এমন নিরক্ষরতা কিছুতেই বাঞ্ছিত হইতে পারে না। অতএব, পূর্ণ শিক্ষার সাথে সাথে সংসর্গও লাভ করিতে হইবে। নতুবা শুধু সংসর্গ লাভ করিলেও চলিবে। কেননা, শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নহে; কিন্তু শুধু সংসর্গ যথেষ্ট। ইহার জন্য অবশ্য একটি শর্ত আছে। তাহা এই যে, যাহার

www.BANGLAKITAB.com

সংসর্গে বসিবে, তাহাকে শুধু পাথিব কেচ্ছা-কাহিনীতেই আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না ; বরং অন্তরের সমস্ত রোগ কমবেশী না করিয়া তাহার সম্মুখে পেশ করিতে হইবে। এরপর তিনি যেসব চিকিৎসা বলেন, তাহা পূর্ণরূপে পালন করিতে হইবে। আমি এমন কোন পূর্ণ আলেম দেখি নাই—যে বুযুর্গদের সংসর্গ লাভ করা ব্যতীতই হেদায়তের দায়িত্ব পালন করিতে পারিয়াছে। কিন্তু এমন বহু মূর্খ লোক দেখিয়াছি—যাহারা এল্‌ম বলিতে ش (শীন) ও ق (কাফ) ভালরূপে উচ্চারণ করিতে পারে না ; অথচ দিব্যি দ্বীনের খেদমত করিয়া যাইতেছে। অতএব, শুধু এল্‌ম শয়তান ও বালআম বাউরার এল্‌মের ন্যায়।

॥ শিক্ষা ও দীক্ষার উপায় ॥

তবুও সকলের কেন্দ্র হিসাবে একটি দল থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, সকলেই পূর্ণ আলেম না হইয়া কিছু সংখ্যক লোককে পূর্ণ আলেম হইতে হইবে। ফলে সকলেই তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনীয় বিষয়াদি জানিয়া লইতে পারিবে। সারকথা এই যে, প্রথমতঃ মুসলমানদের মধ্যে একদল আলেম থাকা জরুরী। দ্বিতীয়তঃ, আমল করার জন্য যতটুকু এল্‌ম থাকা দরকার, প্রত্যেককেই সেই পরিমাণ এল্‌ম হাছিল করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেককেই কোন খোদা প্রেমিক বুযুর্গের সংসর্গ লাভ করিতে হইবে।

এখন আমি ইহাদের প্রত্যেকটির উপায় বলিতেছি। প্রথমোক্ত বিষয়ের উপায় এই যে, মুসলমানদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক মেধাবী ও ধীর স্বভাব বালক বাছাই করিতে হইবে। এরপর প্রত্যেক শহরে একটি প্রাথমিক মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে উহাতে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। উদাহরণতঃ এই বস্তীতেই একটি প্রাথমিক মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া উহাতে শরহে বেকায়া ও নূরুল আনওয়ার পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হউক। এরপর পাঠ সমাপ্ত করার জন্য তাহাদিগকে কোন বড় মাদ্রাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হউক। এই উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। বিশেষ করিয়া এক্ষেত্রে ধনীদের দায়িত্ব বেশী। কেননা, খোদা তা'আলা তাহাদিগকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করিয়াছেন। প্রত্যেক শহরে যেসব ছোট ছোট মাদ্রাসা স্থাপিত হইবে, উহাদিগকে কোন বড় মাদ্রাসার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে—যাহাতে তথাকার সনদ (সার্টিফিকেট) তাহাদের জ্ঞানবত্তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হইতে পারে। এই মাদ্রাসাটি ছোট ছোট মাদ্রাসার জন্য 'দারুল উলূম' (বিশ্ববিদ্যালয়)-এর ন্যায় হইবে। এই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করিলে এইসব আলেমের ফতওয়া ও শিক্ষা পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইবে। যাহারা ওয়ায করিতে আসে তাহাদের সম্বন্ধেও জানিয়া লওয়া ভাল যে, তাহারা কোন মাদ্রাসার সনদপ্রাপ্ত কি না। কেননা, আজকালকার ওয়ায়েযদের দ্বারা উপকারের পরিবর্তে অপকারই বেশী হয়।

www.BANGLAKITAB.com

আমি দেওবন্দে জনৈক ওয়ায়েযকে ওয়ায করিতে শুনিয়াছি। প্রথমে সে এই আয়াতখানি পাঠ করে—ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 'ইহা তোমাদের জন্য উত্তম—যদি তোমরা জান।' এরপর সে আয়াতের এইরূপ অনুবাদ করিল—তালা লাগাইয়া জুমুআর নামাযে যাওয়া তোমাদের জন্য উত্তম। تَعْلَمُونَ হইতে এই অনিষ্টের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ, تالا مو ند (তালা বন্ধ কর)। তখন মাদ্রাসার মুহ্‌তামিম মাওলানা রফীউদ্দীন ছাহেব জীবিত ছিলেন। তিনি ওয়ায়েয ছাহেবকে খুব তিরস্কার করিলেন।

অপর একজন ওয়ায়েয কানপুরের মাদ্রাসা 'জামেউল উলুমে' ওয়ায করিয়াছিল; সে এই আয়াতটি পাঠ করিল—وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'যে ব্যক্তি খোদার সম্মুখে (অপরাধীর ন্যায়) দণ্ডায়মান হইতে ভয় করে, তাহাকে দুইটি জান্নাত দেওয়া হইবে।' অতঃপর ইহার এইরূপ তরজমা করিল—জান্নাতে একটি সিংহাসন থাকিবে। উহার এক একটি পায়া এক এক হাজার ক্রোশ দীর্ঘ হইবে। মজার ব্যাপার এই যে, সে ক্রোশের ব্যাখ্যাও পেশ করিল। অর্থাৎ, বড় ক্রোশ (দুই মাইলের)। আমি আরও কতিপয় ওয়ায়েয দেখিয়াছি; তাহারা ওয়ায করিয়া বেড়ায়। অথচ বড়দের মুখে শুনিয়াছি যে, তাহারা শরাবও পান করে।

আজকাল অনুসৃত হওয়া এত সহজ ব্যাপার যে, যাহার মনে চায়, সে-ই অনুসৃত হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, মানুষ কোন বড় স্থান ও কেন্দ্রীয় দলের সহিত সংযুক্ত নহে। ফলে সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই কোন একটি বড় স্থান ও কেন্দ্রীয় দলের সহিত সকলেরই সংযুক্ত হওয়া খুবই জরূরী। তাহারা যে কোন কাজ করিতে চায়, ঐ দলের অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। বিশেষ প্রচেষ্টা ব্যতীত আলেমদের দল গঠিত হইতে পারে না। এই কারণে ইহার প্রচেষ্টা চালানো নেহায়েৎ জরূরী। এই কাজের ভার সম্পূর্ণরূপে মৌলবীদের হাতে ন্যস্ত করিবেন না। কেননা, ইহাতে কতক কাজ এমনও আছে, যাহা মৌলবীরা করিতে পারিবে না—তাহাদের জন্য ইহা সমীচীনও নহে।

উদাহরণতঃ, মাদ্রাসা কায়েম করার জন্য চাঁদা আদায় করার প্রয়োজন হইবে। অথচ চাঁদা আদায়ের কাজে অংশ গ্রহণ করা আলেমদের জন্য সমীচীন নহে। ইহাতে একটি বড় অনিষ্ট আছে। সাধারণ লোক তাহাদিগকে দেখিয়া মনে করে যে, আমাদের ছেলেদিগকে মাদ্রাসায় পড়াইলে তাহারাও ভিক্ষার কাজ করিবে। অতএব, মৌলবীরা শুধু পড়াইবার কাজে মশ্‌গুল থাকিবে আর ধনীরা চাঁদা আদায় করিবে। কারণ, নিজেরা খাইয়া ফেলিবে বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কেহ ধারণা করিতে পারিবে না। তাছাড়া মৌলবীরা যখন লেখাপড়ার কাজ করে, তখন উপার্জনের কাজটিও তাহাদের

www.BANGLAKITAB.com

ঘাড়ে কেন চাপানো হইবে? আজকাল জনসাধারণ মৌলবীদিগকে ভাঁড়ের হাতী মনে করে।

কথিত আছে, বাদশাহ্ আকবর খুশী হইয়া জনৈক ভাঁড়কে একটি হাতী দিয়াছিলেন। হাতী লওয়ার পর ভাঁড়ের চিন্তা হইল যে, আমি দরিদ্র লোক; এই হাতীকে খাওয়াইব কোথা হইতে? ইহাকে খোরাক দিতে আমার সর্বস্ব নিঃশেষ হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় সে জানিতে পারিল যে, আজ বাদশাহ্র সওয়ারী অমুক সময়ে অমুক স্থান দিয়া যাইবে। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে সে হাতীর গলায় একটি ঢোল বাঁধিয়া বাদশাহ্র গমনের পথের দিকে ছাড়িয়া দিল। বাদশাহ্র সওয়ারী আগমন করিলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, গলায় ঢোল বাঁধা অবস্থায় একটি হাতী এদিকেই আসিতেছে। ভালরূপে দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে, ইহা শাহী সওয়ারী হাতী। বাদশাহ্ উপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই হাতীটি এইভাবে ঘুরাফিরা করিতেছে কেন? উত্তর হইল, হুযূর হাতীটি ভাঁড়কে দিয়াছিলেন। বাদশাহ্ তৎক্ষণাৎ ভাঁড়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হাতীটি এইভাবে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন? ভাঁড় বলিল, হুযূর আপনি আমাকে হাতী দিয়াছেন ঠিকই। কিন্তু ইহার পানাহারের জন্য আমার কাছে কি আছে? অবশেষে মনে করিলাম যে, আমার যা পেশা, তাহা হাতীটিকেও শিখাইয়া দেই। এই জন্য তাহার গলায় ঢোল বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি যে, যাও—ভিক্ষা কর আর খাও। এই রসাত্মক উত্তর আকবরের খুবই পছন্দ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পুরস্কার স্বরূপ ভাঁড়কে একটি গ্রাম দান করিয়া দিলেন।

মানুষ মৌলবীদের উপরও তেমনি সব বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। অর্থাৎ, মাদ্রাসায়ও পড়াও এবং ভিক্ষা করিয়াও খাও। বন্ধুগণ, তাহাদের এত ঠেকা আছে? খোদা তা'আলা তাঁহাদিগকে এলমের দৌলত দান করিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহারা ভিক্ষা করিবে কোন্ দুঃখে? আমি মৌলবীদিগকেও বলিতেছি—আপনারা পুরাপুরি খোদা তা'আলার উপর ভরসা করুন। মৌলবীদের ভিক্ষা করায় একটি বড় অনিষ্ট আছে। তাহা এই যে, মানুষ তাহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বলিবে—তাহারা অন্যকে দান করিতে বলে; কিন্তু নিজে কখনও দান করে না। (১) যে প্রস্তাবক নিজে দান করে না, তাহার প্রস্তাবে নানা সন্দেহ মাথাচাড়া

(১) আসলে এই আপত্তি একেবারেই অবান্তর। কারণ, প্রথমতঃ চাঁদা দেওয়ার মত আর্থিক পুঁজিই মৌলবীদের নাই। দ্বিতীয়তঃ, পুঁজি না থাকা সত্ত্বেও তাহারা চাঁদা হিসাবে যথেষ্ট অর্থ দান করিয়া থাকে। এধরণের বহু নযীর বিদ্যমান আছে কিন্তু এক্ষেত্রে আমি নমুনা হিসাবে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ, হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী ছাহেবকেই ধরুন। তিনি কানপুর মাদ্রাসায় অবস্থান কালে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেন। কিন্তু মাদ্রাসার আয়ের*

www.BANGLAKITAB.com

দিয়া উঠে। পক্ষান্তরে ধনী ব্যক্তিরা অন্যের নিকট পঞ্চাশ টাকা চাহিলে নিজেও কমপক্ষে বিশ টাকা দান করিবে। এই কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার অবকাশ থাকে না। এই হইল কাজ করার পদ্ধতি। এইভাবে মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়া নেহায়েত জরুরী। বিশেষতঃ এই শহরে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়া দরকার। কারণ, ধর্মের প্রতি এই শহরের অধিবাসীদের আগ্রহ খুবই কম। তাহারা নিরেট দুনিয়ার কাজ-কর্মেই ডুবিয়া আছে। আলেমদের সংসর্গ কম থাকাও ইহার একটি বড় কারণ। আলেমদের সংসর্গ লাভ করার উপায় এই যে, স্বয়ং আলেমদিগকে এখানে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের ফায়েয হাছিল কর। আলেমগণ সূর্যের ন্যায়। সূর্য উদিত হইতেই অর্ধেক ভূ-পৃষ্ঠ আলোকিত হইয়া যায় এবং অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া যায়। তবে দ্বীনদার আলেম হওয়া শর্ত। তোমাদের অনুসারী হইয়া গেলে চলিবে না। তাহার মধ্যে এইরূপ গুণ থাকা দরকার— لَا يَخَافُوْنَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ 'তাহারা খোদা তা'আলার কাজে কোন বিদ্রূপ-কারীর বিদ্রূপকে ভয় করে না।'

এই আলেমের জন্য মাসিক কমপক্ষে ২০। ২৫ টাকার বন্দোবস্ত করিয়া দাও। আজকাল মানুষ এক দিকে আলেম খুব বড় চায়, কিন্তু অপরদিকে মাসিক দশ-বার টাকার বেশী দিতে চায় না।

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (রঃ)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি একজন আলেম চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিল। পত্রে প্রার্থিত আলেমের জন্য বহু শর্ত লিখিত ছিল কিন্তু বেতন মাত্র দশ টাকা লিখা ছিল। ইহাতে মাওলানা বলিলেন,

* স্বল্পতা দেখিয়া সম্পূর্ণ বেতন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, মাদ্রাসা মাযাহেরুল উলুম সাহারান পুরের প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা খলীল আহ্‌মদ ছাহেব মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন পাইতেন। একবার মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করার জন্য খুবই চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মাওলানা ছাহেব পরিষ্কার অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, আমার জন্য এই চল্লিশ টাকাই যথেষ্ট। তৃতীয়তঃ, দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মৌলবী মাহ্‌মুদ হাসান ছাহেব মাসিক পঞ্চাশ টাকা পাইতেন। মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে আরও বেশী বেতন দিতে চাহিলেন ; কিন্তু তিনি তাহা মঞ্জুর করিলেন না। চতুর্থতঃ সাহারান পুর মাদ্রাসার মুহ্‌তামিম মাওলানা মৌলবী এনায়েত ইলাহী ছাহেবের বেতন পনর টাকা। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি এরচেয়ে বেশী বেতন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। আমার মনে হয়, স্বেচ্ছায় আপন উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া কিংবা নিজের সম্পূর্ণ বেতন বেতন বিভাগের হাতে সমর্পণ করার ন্যায় এহেন আত্মত্যাগ আজকাল দুনিয়া-দারদের মধ্যে কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হইবে না। এই সাহায্য কোন কোন দিক দিয়া প্রচলিত চাঁদা অপেক্ষা অনেক মূল্যবান সন্দেহ নাই। এ ধরণের বহু উদাহরণ আলেমদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। —সাঈদ

www.BANGLAKITAB.com

—আরে ভাল মানুষের দল, প্রতি গুণ পিছে অন্ততঃ এক টাকা তো রাখা উচিত ছিল!

বন্ধুগণ খোদার শোক্‌র যে, তিনি আপনাদিগকে স্বচ্ছলতা দান করিয়াছেন। এমতাবস্থায় একজন মৌলবীর জন্য মাসে দশ-পনর টাকার ব্যবস্থা করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নহে। শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এদিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই সবকিছু হইতে পারে। এ পর্যন্ত আলেমদের স্থায়িত্বের উপায় বর্ণিত হইল।

দ্বিতীয় কাজ অর্থাৎ আমল করার উপায় এই যে, মাদ্রাসার আলেমদের নিকট মাসআলা-মাসায়েল, হালাল-হারাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের ফতোয়া অনুযায়ী আমল করিতে হইবে। মাদ্রাসার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কোন আলেমকে ওয়ায করার জন্য কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করিয়া লন। সে মহল্লায় মহল্লায় যাইয়া ওয়াযের মাধ্যমে ধর্মের প্রতি উৎসাহ দান, খোদার গযব হইতে ভীতি প্রদর্শন এবং শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করিবে। আপনারা এই উপায়ে কাজ করিয়া দেখুন। খোদা চাহে তো এক বৎসরের মধ্যেই অবস্থা অনেকটা সংশোধিত হইয়া যাইবে।

তাছাড়া আরও একটি কাজ করিতে পারেন। প্রত্যেক মহল্লার লোকদিগকে সপ্তাহে একবার একস্থানে একত্রিত করিয়া এক ব্যক্তি মাসআলার কিতাব লইয়া তাহাদিগকে মাসআলা-মাসায়েল শুনাইয়া দেন। যাহারা লেখাপড়া জানে তাহারা মাসআলার কিতাবাদি কিনিয়া কাছে রাখিবে এবং প্রত্যহ পড়িবে। কোন বিষয় সন্দেহ থাকিলে তাহা আলেমকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে। মোটকথা, সারাজীবনই এরূপ করিতে হইবে। মহিলাদের মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানে, তাহারা কিতাব কিনিয়া দৈনন্দিন পাঠ হিসাবে পড়িয়া লইবে। আর যাহারা লেখাপড়া জানে না তাহারা শিক্ষিতদের নিকট হইতে শুনিয়া লইবে।

॥ সৎসংসর্গের উপকারিতা ॥

তৃতীয় জিনিস হইল সৎসংসর্গ। ইহা ব্যতীত উচ্চশিক্ষা ও নিম্নশিক্ষা কোনটিই যথেষ্ট নহে। এই কারণেই আলেম ও ছাত্র সকলের পক্ষেই ইহার জন্য সচেষ্ট হওয়া জরূরী। আগেকার যুগে সকল লোকাই সৎ ছিল। বলাবাহুল্য সংসর্গের প্রতি যত্নশীল হওয়াই ইহার বড় কারণ ছিল। আজকাল শিক্ষার প্রতি অবশ্য অল্পবিস্তর দৃষ্টি আছে। হাজার হাজার টাকা এই খাতে ব্যয় করা হয় এবং এজন্য যথেষ্ট সময়ও দেওয়া হয়। কিন্তু সংসর্গের জন্য বৎসরে অন্ততঃ একটি মাসও কেহ ব্যয় করে না। খোদার কসম, সংসর্গের প্রতি সামান্যও মনোযোগ নিবিষ্ট করিলে মুসলমানগণ যাবতীয় ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া যাইত। এ বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ থাকিলে সে পরীক্ষা করিয়া দেখুক। সে নিজে এবং সন্তান-সন্ততিকেই বুযুর্গদের সংসর্গে রাখুক।

www.BANGLAKITAB.com

ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আমি পাঁচ বৎসর পরই বিরাট পরিবর্তন দেখাইয়া দিতে পারিব। সকলেরই কথাবার্তা ও কাজকর্ম অভাবনীয়রূপে সংশোধিত হইয়া যাইবে। এইভাবে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার ব্যাপক হইয়া গেলে অবস্থা এইরূপ পরিগ্রহ করিবে :

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد + کسے را با کسے کارے نباشد

(বেহেশ্‌ত আঁজা কেহ্‌ আযারে নাবাশাদ + কাসেরা বাকাসে কারে নাবাশাদ)

'যেখানে দুঃখ-কষ্ট নাই এবং কেহ অপরকে কষ্ট দেয় না তাহাই বেহেশ্‌ত। এইভাবে দুনিয়া জান্নাত সদৃশ হইয়া যাইবে। কারণ, এল্‌ম দ্বারা নেক বিষয়াদি জানা যাইবে এবং সংসর্গ দ্বারা চরিত্র কলুষমুক্ত হইবে। বলিতে কি, এই অজ্ঞানতা ও অসচ্চরিত্রতাই সমস্ত অনিষ্টের মূল। উদাহরণতঃ, কাহারও মধ্যে অহঙ্কার থাকিলে সে যদি ভুলও করে, তবে তাহার অহঙ্কার তাহাকে ভুল স্বীকার করিয়া সত্যকে গ্রহণ করার অনুমতি দিবে না ; বরং এরূপ অহঙ্কারী ব্যক্তি ভুলকেই আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে আঁক্‌ড়াইয়া থাকিবে। ফলে এই ভুলের কারণে হাজার হাজার লোক গোমরাহ্‌ হইবে। পক্ষান্তরে অহঙ্কার সংশোধিত হইয়া গেলে এই অবস্থা দেখা দিবে না। তখন প্রত্যেক ভুলকেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইবে।

একটি শোনা ঘটনা। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম (রঃ) একবার মীরাট শহরে অবস্থান করিতেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি এশার সময় সম্বন্ধে তাঁহাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়া দিলেন। প্রশ্নকারী চলিয়া গেলে জনৈক শাগরেদ আসিয়া আরয করিল, এই মাসআলাটি আমার এইরূপ মনে পড়ে। তিনি বলিলেন, তুমি ঠিকই বলিতেছ। এরপর তিনি অস্থির হইয়া প্রশ্নকারীকে খুঁজিতে লাগিলেন। সকলেই বলিল, এখন অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করুন। সকাল হইলে আমরা প্রশ্নকারীকে সঠিক মাসআলা বলিয়া দিব। কিন্তু হযরত মাওলানা ইহাতে রাযী হইলেন না। তিনি প্রশ্নকারীর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, তখন আমি তোমাকে ভুল মাসআলা বলিয়াছিলাম। তোমার চলিয়া আসার পর এক ব্যক্তি আমাকে সঠিক মাসআলা বলিয়া দিয়াছে। তাহা এইরূপ। এই পর্যন্ত বলার পর হযরত মাওলানা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

জিজ্ঞাসা করি, এই অস্থিরতা কি শুধু শিক্ষার প্রতিক্রিয়া ছিল ? কখনই নহে। ইহা হালের প্রতিক্রিয়া ছিল এবং হাল সৎসংসর্গের বদৌলতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাই কবি বলেন :

قال را بگزار مرد حال شو + پیش مرد کاملے پامال شو

(কালরা বগ্‌যার মর্‌দে হাল শো + পেশে মর্‌দে কামেলে পামাল শো)

www.BANGLAKITAB.com

'কথার বাহাদুরী ত্যাগ কর এবং হাল অর্জন কর। কোন কামেল পুরুষের সম্মুখে নিজকে বিলীন করিয়া দাও।' দীক্ষা ব্যতীতই যাহারা অনুস্থত হইয়া যায়, তাহাদের চরিত্র যারপরনাই খারাপ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, তাহারা ছোট হওয়ার পূর্বেই বড় হইয়া যায়। কেহ চমৎকার বলিয়াছে ঃ

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی + تا راہ بیں نباشی کہ راہبر شوی
در مکتب حقائق پیش ادیب عشق + ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدر شوی

(আয় বেখবর বকুশ কেহ্ ছাহেবে খবর শভী + তা রাহ্বী না বাশী কেহ্ রাহবর শভী
দর মক্তবে হাকায়েক পেশেআদীবে এশক + হাঁ আয় পেসার বকুশ কেহ্ রোযে পেদারশভী)

'হে বেখবর, চেষ্টা কর—অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে। যে পর্যন্ত নিজে রাস্তা সম্বন্ধে পরিচয় লাভ না কর, সেই পর্যন্ত অপরকে রাস্তা দেখাইবে কিরূপে? হকীকতের পাঠশালায় এশ্কবিদের সম্মুখে অধ্যয়ন কর। বৎস, চেষ্টা কর যাহাতে এক দিন পিতা হইতে পার।'

পুত্র হওয়ার পূর্বেই পিতা হইয়া যাওয়া বহুবিধ অনিষ্টের কারণ বটে। এই কারণে প্রথমে ছোট হইয়া চরিত্র সংশোধন করা নেহায়েৎ জরূরী। ইহাতে আমল সংশোধিত হইবে। এখন ইহার উপায় বলিতেছি। খোদা তা'আলা যাহাদিগকে স্বচ্ছলতা দান করিরাছেন, তাহাদিগকে কোন বুযুর্গের খেদমতে কমপক্ষে ছয় মাস থাকিতে হইবে। এই সময়ে নিজের সমস্ত আভ্যন্তরীণ দোষ-গুণ তাঁহার সম্মুখে পেশ করিতে হইবে। অতঃপর তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী আ'মল করিতে হইবে। তিনি যিকির করিতে বলিলে যিকিরে মশ্গুল হইতে হইবে। যদি যিকির করিতে নিষেধ করেন এবং অন্য কোন কাজ করিতে বলেন, তবে উহাই করিতে হইবে। তাঁহার প্রতি মহব্বত বাড়াইতে হইবে। তাঁহার প্রত্যেকটি উঠা-বসা লক্ষ্য করিবে। কোন জিনিস দেওয়া বা লওয়ার সময় তিনি কি করেন, তাহাও লক্ষ্য রাখিবে। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্র চরিত্রে চরিত্রবান হইয়া যাইবে। এরপর তাহার দ্বারা মানুষের উপকারই হইবে—অপকার হইবে না। পক্ষান্তরে যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে, তাহারা মাঝে মাঝে দুই-চারি দিনের অবসর পাইলেই কোন বুযুর্গের নিকট থাকিয়া আসিবে।

॥ সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব ॥

প্রত্যেক কাজের জন্য যেমন সময় তালিকা থাকে, তেমনি আপন সন্তান-সন্ততির জন্য প্রত্যহ একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়া দাও। আর বলিয়া দাও যে, প্রত্যহ এই সময়ে অমুক মসজিদের অমুক বুযুর্গের নিকট যাইয়া কিছুক্ষণ বসিবে। বন্ধুগণ, পরিতাপের বিষয় যে, ফুটবল খেলার জন্য সময় পাওয়া যায়; কিন্তু চরিত্র সংশোধনের জন্য সময়

www.BANGLAKITAB.com

কুলাইয়া উঠে না। এই শহরে এমন কোন বুযুর্গ না থাকিলে ছুটির দিনে ছেলেদিগকে কোন বুযুর্গের খেদমতে পাঠাইয়া দাও। আজকাল ছেলেদের যিম্মায় কোন কাজ-কর্মও থাকে না। হতভাগারা রাত-দিন কেবল টোঁটোঁ করিয়া ফিরে। নামায-রোযার ধারে কাছেও যায় না। পিতামাতারা নিজেরা নামায পড়ে ভাবিয়াই আনন্দে বিভোর। অথচ তাহারা জানে না যে, কিয়ামতের দিন সন্তান-সন্ততির কারণে তাহাদিগকে জাহান্নামে যাইতে হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

'তোমারা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।'

কসাই যেমন গরু লালন-পালন করে, আজকাল মানুষ সন্তান-সন্ততিরও তেমনি লালন-পালন করে। কসাই গরুকে খুব খাওয়ায় দাওয়ায়। ফলে গরু খুব মোটাতাজা হয়। কিন্তু পরিণামে তাহার গলায় ছুরি চালাইয়া দেওয়া হয়। তেমনি মানুষ সন্তান-সন্ততিকে খুব সাজগোজ ও আরাম-আয়েশে লালন পালন করে ; কিন্তু পরিণামে ইহারা জাহান্নামের গ্রাসে পরিণত হয়। শুধু ইহা নহে ; বরং এদের কারণে মুরব্বীদেরও খুব খবর লওয়া হয়। কারণ, মুরব্বীদের প্রদত্ত আরাম-আয়েশে পড়িয়া সন্তানরা নামায-রোযা হইতে একেবারেই গাফেল হইয়া যায়। কোন কোন অর্বাচীন এত সীমা ছাড়াইয়া যায় যে, ইসলামের কোন বিষয় সম্বন্ধেই তাহাদের কোন জ্ঞান থাকে না।

আমি জনৈক যুবকের একটি ঘটনা শুনিয়াছি। সে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিতেছিল। তাহার পিতা জনৈক বন্ধুর নিকট এই মর্মে পত্র লিখিল যে, আমার ছেলে লণ্ডন হইতে দেশে ফিরিতেছে। তোমাদের শহর হইয়া সে আসিবে। ষ্টেশনে তাহার সহিত দেখা করিও—যাহাতে তাহার কোনরূপ কষ্ট না হয়। বন্ধুর পত্র পাইয়া এই ব্যক্তি ষ্টেশনে গেল এবং ব্যারিষ্টার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ব্যারিষ্টার সাহেব তখন খাদ্য গ্রহণ করিতেছিলেন। তখন রমযান মাস ছিল। এই জন্য সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল তো রমযানের দিন, আপনি রোযা রাখেন নাই কি ? ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন, রমযান কি বস্তু ? সে উত্তরে বলিল, রমযান একটি মাসের নাম। ব্যারিষ্টার বলিলেন, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী—কই এগুলির মধ্যে রমযান নামে কোন মাস নাই তো ? ব্যারিষ্টারের এই অজ্ঞতা দেখিয়া লোকটি মনে মনে খুবই দুঃখিত হইল এবং ভাবিল, এতো আসল কুফরের উৎস হইতেই বিকৃত, এর পরিবর্তন আশা করা যায় না। এরপর সে 'ইন্না লিল্লাহ্' পাঠ করিয়া চলিয়া আসিল।

www.BANGLAKITAB.com

এখন চিন্তা করুন—এরা মুসলমানের বাচ্চা। মুসলমান মহিলাদের কোলে ইহাদিগকে লালন-পালন করিয়া এখন জাহান্নামের কোলে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। বন্ধুগণ! এই ধারা অপরিবর্তিত থাকিলে পঞ্চাশ বৎসর পর হয়তো এরা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেই লজ্জাবোধ করিবে। এখনও ইহার কিছু প্রতিক্রিয়া যে দেখা দেয় নাই; তাহা নহে। এখন তাহারা ইসলামী নাম পছন্দ করে না। ছেলেকে বি, এ পাশ করাইয়াছেন, এম, এ পাশ করাইয়াছেন—এই ভাবিয়া আপনি আনন্দিত। প্রকৃত পক্ষে আপনি ছেলেকে জাহান্নামের সরু পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহার চোখের উপর এমন চোখবন্ধ পরাইয়াছেন যে, জান্নাতের রাজপথ তাহার দৃষ্টিতেই পড়িতে পারে না।

বন্ধুগণ, আপনারা বলেন যে, মৌলবীরা ইংরেজী পড়িতে নিষেধ করে। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা নিষেধ করি না; তবে আমরা ছেলেদের ধর্ম নষ্ট করিতে নিষেধ করি। ধর্ম নষ্ট না করার উপায় হইল, তাহাদিগকে বুযুর্গদের সংসর্গ লাভ করার সুযোগ দেওয়া। এইভাবে তাহারা ছয় মাস দোযখে যাওয়ার কাজ করিলে ছয় মাস জান্নাতে যাওয়ার কাজও করিতে পারিবে। মনে রাখা দরকার, বুযুর্গদের সংসর্গ এমন অব্যর্থ মহৌষধ যে,

گر تو سنگ خارہ و مرمر شوی + چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی

(গর তূ সঙ্গে খারা ও মরমর শভী + চুঁ বছাহেব দিল রসী গাওহার শভী)

'তুমি মর্মরের ন্যায় কঠিন পাথর হইলেও যদি বুযুর্গের খেদমতে পৌঁছ, তবে মূল্যবান রত্ন হইয়া যাইতে পারিবে।' কবি আরও বলেন:

یک زمانہ صحبتے با اولیاء + بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

صحبت نیکاں اگر یک ساعت است + بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است

(এক জমানা ছোহ্‌বতে বা আওলিয়া + বেহ্‌তর আয ছদ সালা ত্বাআত বেরীয়া
ছোহ্‌বতে নেকাঁ আগর এক ছাআতাস্ত + বেহ্‌তর আয ছদসালা যোহ্‌দ ও ত্বাআতাস্ত)

"ওলীদের সংসর্গে কিছুক্ষণ থাকা একশত বৎসরের রিয়াহীন এবাদত হইতেও উত্তম। নেক লোকদের সংসর্গে অল্পক্ষণ থাকাও এক শত বৎসরের দরবেশী ও এবাদত হইতে উত্তম।"

॥ দ্বীনের রূহ ॥

বন্ধুগণ, সংসর্গের বদৌলতে ইসলাম অন্তরে ঘর করিয়া লইবে। বলিতে কি, ধর্মের মাহাত্ম্য অন্তরে ঘর করিয়া লওয়াই দ্বীনের রূহ্, যদিও কোন সময় নামায রোযার ত্রুটি হইয়া যায়। এই কথাটি অবশ্য আমার মুখে বলিবার নহে। কারণ, ইহাতে কেহ নামায রোযাকে হাল্‌কা মনে করিতে পারে। কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য

www.BANGLAKITAB.com

গোপন নহে। মোট কথা, অন্তরে ধর্মের ঘর করিয়া লওয়া জরূরী। অন্তরের অবস্থা এরূপ না হইলে বাহ্যিক নামায রোযায় কোন কাজ হইবে না; বরং ইহা তোতা পাখীকে সূরা শিখাইয়া দেওয়ার ন্যায় হইবে। সূরা শুধু তোতা পাখীর মুখেই থাকিবে। জনৈক কবি তোতা পাখীর মৃত্যু-তারিখ লিখিতে যাইয়া বলেন :

میاں مٹھو جو ذاکر حق تھے + رات دن ذکر حق رٹا کرتے
گربہ موت نے جو آدابا + کچھ نہ بولے سوائے ٹے ٹے

'খোদার যিকিরকারী আদরের তোতা রাত দিন কেবল যিকিরই করিত। মৃত্যুর বিড়াল যখন তাহাকে চাপিয়া ধরিল, তখন টে, টে, টে ছাড়া আর কিছুই বলিল না।' এই কবিতা হইতে ১২৩০ হিঃ মৃত্যুর তারিখ বাহির হয়। এই তারিখটি যদিও রসিকতার পর্যায়ভুক্ত; কিন্তু চিন্তা করিলে বুঝা যায়, কবি ইহাতে একটি জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ, কবি বলিয়াছেন যে, যে শিক্ষার ফলে অন্তরে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না, বিপদের সময় তাহা কোন কাজে আসে না। অতএব, অন্তরে ধর্মের মহব্বত ঘর করিতে না পারিলে কোরআনের হাফেয হইলেও মৃত্যুর সময় মনে আটা ও ডাইলের দর লইয়াই মরিবে। আজকাল মানুষের অন্তর হইতে ইসলামের প্রতিক্রিয়া হ্রাস পাইতেছে। আজকাল অবস্থাটিই প্রবল। বন্ধুগণ, এই অবস্থাটি দেখিয়া আমি প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, মুসলমানদের নিকট হইতে ইসলাম বিদায় লইয়া যাইতেছে। খোদার দোহাই, আপন সন্তানদের প্রতি রহম করুন এবং তাহাদিগকে ইসলামের সোজা পথে চালান।

॥ কামেল বুযুর্গের লক্ষণ ॥

এখন একটি জরূরী বিষয় বর্ণনা করিয়া আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি। তাহা এই যে, সংসর্গের জন্য কিরূপ ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইবে এবং তিনি যে বুযুর্গ, ইহার লক্ষণ কি কি? বুযুর্গ ব্যক্তির লক্ষণ নিম্নরূপ—প্রথমতঃ, তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী এল্‌মে-দ্বীন সম্পর্কে অবগত থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ, শরীয়তের নির্দেশ পুরাপুরি পালন করিবেন। তৃতীয়তঃ, তাঁহার মধ্যে অজানা বিষয় আলেমদের নিকট জানিয়া লওয়ার গুণ থাকিবে। চতুর্থতঃ, তিনি আলেমদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিবেন না। পঞ্চমতঃ, তিনি মুরীদ ও ভক্তদিগকে নিজ নিজ অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিবেন না; বরং শরীয়ত-বিরোধী কাজে বাধা-নিষেধের অভ্যাসও তাঁহার মধ্যে থাকিবে। ষষ্ঠতঃ, তাঁহার সংসর্গে বরকত থাকিবে। অর্থাৎ, তাঁহার নিকটে বসিলে দুনিয়ার মহব্বত হ্রাস পাইবে। সপ্তমতঃ, তাঁহার প্রতি নেক ও ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন লোকগণ বেশী আকৃষ্ট হইবেন।

উপরোক্ত লক্ষণগুলি যাহার মধ্যে পাওয়া যায়, তিনি মকবূল ও কামেল। তাঁহার নিকট যান এবং তাঁহার সংসর্গে উপকৃত হউন। তাঁহার কাছে মুরীদ হওয়ার

www.BANGLAKITAB.com

কোন প্রয়োজন নাই। কারণ পীরী-মুরীদীর বাহ্যিকরূপ উদ্দেশ্য নহে; বরং উহার আসল স্বরূপই উদ্দেশ্য। উপরে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই আসল স্বরূপ। আজকাল পীরী-মুরীদী শুধু একটি প্রথা হিসাবে প্রচলিত আছে। যেমন পুরুষত্বহীন হইলেও মানুষ প্রথা হিসাবে বিবাহ করে, তেমনি প্রথা অনুযায়ী মুরীদও হইয়া থাকে। তবে অন্তরে খুব বেশী আগ্রহ দেখা দিলে মুরীদ হওয়ায় ক্ষতি নাই। হাঁ, মুরীদ হওয়ার জন্য খুব ভালরূপে যাচাই করিয়া লওয়া জরূরী—যে কোন ব্যক্তির হাতে হাত দেওয়া উচিত নহে। এ প্রসঙ্গে উপরোক্ত সাতটি লক্ষণও অবশ্যই দেখিয়া লওয়া দরকার। মাওলানা রূমী এগুলিকে দুইটি মাত্র শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন:

کار مرداں روشنی وگرمی ست + کار دوناں حیلہ وبے شرمی ست

(কারে মরদাঁ রৌশনী ও গরমী আস্ত+কারে দুনাঁ হীলা ও বেশরমী আস্ত)

"আলো ও উত্তাপ সৃষ্টি করা কামেল ব্যক্তিদের দ্বারা সম্ভব এবং চাতুরী ও নির্লজ্জতা করা নিচাশয় লোকের কাজ।" তিনি অন্যত্র বলেন:

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست + پس بہر دستے نباید داد دست

(আয় বসা ইব্‌লীস আদম রুয়ে হাস্ত + পস বহার দস্তে নাবায়াদ দাদ দস্ত)

'মানুষের আকৃতিধারী অনেক ইব্‌লীস শয়তান রহিয়াছে। কাজেই যে কোন ব্যক্তির হাতে হাত দেওয়া উচিত নহে।'

॥ সৎসংসর্গের আদব ॥

অবশ্য সংসর্গের কয়েকটি আদব আছে। এগুলি ছাড়া সংসর্গ উপকারী নহে। তন্মধ্যে একটি এই যে, বুযুর্গের খেদমতে যাইয়া দুনিয়ার কথাবার্তা বলিবেন না। অধিকাংশ লোক বুযুর্গের দরবারে পৌঁছিয়াও সারা দুনিয়ার কেচ্ছা-কাহিনী, পত্র পত্রিকার ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করে।

তাছাড়া বুযুর্গদিগকে তাবিযাদির ব্যাপারেও সাধ্যমত বিরক্ত না করা উচিত। তাঁহাদের নিকট হইতে তাবিয লওয়া স্বর্ণকারের নিকট নিড়ানি ও কুঠার বানাইবার অর্ডার দেওয়ার ন্যায়। কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা এই যে, যাহার হাতে হাত দেওয়া হয়, তিনি (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলার আত্মীয় হইয়া যান। তাঁহাকে যাহাই বলা যায়, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোআ করিয়া তাহাই করাইয়া লইতে পারেন। অথচ বুযুর্গদিগকে এরূপ ক্ষমতাশালী জ্ঞান করা তৌহীদের পরিপন্থী। আসলে খোদার দরবারে নিবেদন করা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কিছুর বিন্দুমাত্রও সাধ্য নাই।

মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেবের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমার একটি মোকদ্দমা আছে। মাওলানা বলিলেন, আচ্ছা দোআ করিব। আগন্তুক বলিল,

www.BANGLAKITAB.com

আমি দোআ করাইতে আসি নাই। দোআ আমিও করিতে পারি। আপনি বলিয়া দিন যে, তোমার এ কাজ পুরা করিয়া দিলাম। ইহাতে মাওলানা খুবই অসন্তুষ্ট হইলেন।

পেলীভিতের জনৈক বুযুর্গের নিকট এক বৃদ্ধা উপস্থিত হইয়া কিছু আরয করিল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবানী করুন। বৃদ্ধা এই কথা শুনিতে পাইল না। অপর এক ব্যক্তি বৃদ্ধার কানের কাছে যাইয়া বলিল, হুযুর বলিতেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবানী করিবেন। ইহা শুনা মাত্রই বুযুর্গ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহ্ মেহেরবানী করিবেন কি না, তাহা আমি কি জানি? তুমি নিজের তরফ হইতে 'বেন' বাড়াইয়া দিলে কিরূপে? তদ্রূপ তাবিযের ফরমায়েশও বুযুর্গদের রুচি-বিরুদ্ধ। যিনি সারাজীবন ছাত্র রহিয়াছেন এবং আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিয়াছেন, তিনি তাবিয ও তাবিয লিখার বিষয় কি জানিতে পারেন? তদুপরি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাবিযও অদ্ভুত অদ্ভুত কাজের জন্য চাওয়া হয়।

বোম্বাই হইতে জনৈক কুস্তিগীরের চিঠি আসিয়াছে: সে লিখিয়াছে, আমাকে কুস্তি লড়িতে হইবে। একটি তাবিয লিখিয়া দিন যাহাতে আমি জয়লাভ করিতে পারি। আমি উত্তরে লিখিলাম, তোমার প্রতিপক্ষও যদি কাহারও নিকট হইতে তাবিয লিখাইয়া লয়, তবে কি হইবে? তাবিযে তাবিযে কুস্তি হইবে? কিছু দিনের মধ্যে মানুষ হয় তো পুরুষের গর্ভ হইতে সন্তান হওয়ার জন্যও তাবিয লিখাইতে চাহিবে। ইহাতে বিবাহ করারই দরকার হইবে না। কেননা, তাবিয যখন প্রত্যেক কাজেই লাগে, তখন পুরুষের সন্তান হওয়ার মধ্যেও লাগিবে। বন্ধুগণ, বুযুর্গদের নিকট শুধু আল্লাহ্‌র নাম জিজ্ঞাসা করার জন্য যাইবেন। এই বক্তব্যের সারকথা এই যে, আপন সন্তানদের জন্য আল্লাহ্‌ওয়ালাদের দীর্ঘ সংসর্গ লাভের ব্যবস্থা করুন। এই উপায়টি পুরুষ ও সুস্থ লোকদের জন্য বলা হইল।

॥ সৎসংসর্গের বিকল্প পন্থা ॥

মহিলা কিংবা বিকলাঙ্গ পুরুষদের জন্য সংসর্গের বিকল্প পন্থা এই যে, তাহারা বুযুর্গদের অমিয় বাণীসমূহ পাঠ করিবে কিংবা শুনিবে। বুযুর্গদের তাওয়াক্কুল, ছবর ও শোকর এবং তাক্‌ওয়ার গল্প শুনিলেই তাহারা সংসর্গের উপকার লাভ করিতে পারিবে। সংসর্গ সম্বন্ধে কোন একজন কবি বলিয়াছেন।

مقام امن و مے بیغش و رفیق شفیق
گرت مدام میسر شود زہے توفیق

(মাকামে আমন ও মায় বেগাশ ও রফীকে শফীক
গারাত মুদাম মায়াস্‌সার শাওয়াদ যেহে তাওফীক)

www.BANGLAKITAB.com

'শান্তির আবাস, খাঁটি শরাব এবং দয়ালু সঙ্গী যদি তুমি সর্বদাই লাভ করিতে পার, তবে ইহার তওফীকই তোমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।' বুযুর্গদের গল্প ও বাণী সম্বন্ধে অপর একজন কবি বলিয়াছেন ঃ

دریں زمانہ رفیقے کہ خالی از خلل ست + صراحی مے ناب و سفینۂ غزل ست

(দরীঈ যমানা রফীকে কেহ্ খালী আয খলল আস্ত
ছুরাহী মায় নাব ও ছফীনায়ে গযল আস্ত)

'আজকালকার যুগে পান-পাত্র (অর্থাৎ খোদা-প্রেম) ও গযলের দফতর (অর্থাৎ, বুযুর্গদের কাহিনী পাঠ) ত্রুটিহীন ও নির্ভেজাল সঙ্গী।'

তৎসঙ্গে এই উপদেশও দিতেছি যে, মসনভী, দেওয়ানে হাফিয অর্থাৎ কাশফ সম্বলিত এল্‌ম এবং হালবিশিষ্ট বুযুর্গদের বাণী পাঠ করা উচিত নহে। কেননা, অধিকাংশ সময় এইগুলি পাঠ করায় মানুষ ধ্বংস হয়। মাওলানা রূমী বলেন ঃ

نکتہا چوں تیغ فولادست تیز + چوں نداری تو سپر واپس گریز
پیش ایں الماس بے سپر میا + کز بریدان تیغ را نبود حیا

(নুক্তাহা চুঁ তেগে ফাওলাদাস্ত তেয + চুঁ নাদারী তু সুপর ওয়াপেস গুরীয
পেশে ঈ আলমাস বেসুপর ময়া + কয বুরীদান তেগ রা নাবুয়াদ হায়া)

'গূঢ়তত্ত্বসমূহ তলোয়ারের ন্যায় ধারাল। তোমার নিকট ঢাল অর্থাৎ বুঝিবার শক্তি না থাকিলে তুমি ফিরিয়া যাও। ঢাল ব্যতীত এই তরবারির সম্মুখে আসিও না। কেননা, তলোয়ার তোমাকে কাটিয়া ফেলিতে লজ্জা করিবে না।'

সত্য হালবিশিষ্ট বুযুর্গের বাণী দ্বারাই যখন এত ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা, তখন মূর্খ, শরীয়ত বিরোধী, বল্গাহীন লোকদের কথা কি পরিমাণ ক্ষতিকর হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এদের সম্বন্ধে মওলানা বলেন ঃ

ظالم آں قومے کہ چشماں دوختند + از سخنہا عالمے را سوختند

(যালেম আঁ কওমে কেহ্ চশমাঁ দুখ্‌তান্দ + আয সখনহা আলমে রা সুখতান্দ)

'অর্থাৎ, তাহারাই যালেম যাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া দুনিয়াকে কথা দ্বারা পোড়াইয়া ফেলে।'

তেমনি যাহারা না বুঝিয়াই বুযুর্গদের বাণীর উদ্ধৃতি দেয়, তাহাদের কথায় এবং লেখায়ও বিশেষ উপকার হয় না। কারণ সেগুলি আসল বাণী নহে ; আসলের বিকৃত রূপ। এদের সম্বন্ধে কবি বলেন ঃ

حرف درویشاں بدزدد مرد دوں + تا بہ پیش جاہلاں خواند فسوں

(হরফে দরবেশাঁ বদুযদাদ মরদে দুঁ + তা বপেশে জাহেলাঁ খানাদ ফুসুঁ)

'অর্থাৎ, নীচ ব্যক্তিরা দরবেশদের উক্তি চুরি করে—যাহাতে মূর্খদের সম্মুখে কেচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করিতে পারে।'

www.BANGLAKITAB.com

হাঁ, এহ্‌ইয়াউল উলুম ও আরবাঈনের অনুবাদ পাঠ করিতে পার। ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ ইহাতে, সর্বপ্রকার উপকার লাভ হইবে। এ পর্যন্ত আমার বক্তব্য শেষ হইল। আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন একটি তদ্‌বীর বলিয়া দিয়াছেন—যাহাতে জীবিকার ব্যাপারে কোনরূপ অসুবিধা বা ক্ষতিকর সম্মুখীন হইতে হয় না। ইহা পালন করা মুসলমানদের পক্ষে নেহায়েৎ জরূরী।

পূর্বোল্লিখিত আয়াতে এই তদ্‌বীরটি বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতে উল্লিখিত نسعٰ শব্দে "অনুসরণ" এবং نعقل শব্দে তত্ত্বানুসন্ধান সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, জানা গেল যে, জাহান্নাম হইতে বাঁচিবার পথ দুইটি। একটি অনুসরণ করা ও অপরটি সৎপথ অনুসন্ধান করিয়া চলা।

এখন দোয়া করুন—যেন খোদা তা'আলা আমাদিগকে আমল করার তৌফীক দান করেন। এই দোআও করুন, যেন এখানে একটি মাদ্রাসা হইয়া যায়, যাহাতে উহার ওছিলায় আবার এখানে আসার সুযোগ হয়। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

—সমাপ্ত—